Rigistered No. 77.   রেজিষ্টারি নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৫৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৵। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।৹ আনা।

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১৭ই চৈত্র —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল। ইং ২৯এ মার্চ্চ ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ } ৭ সংখ্যা।

—ooo—

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত ঔষধ কলিকাতা ঝামাপুকুর ২০নং শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চুর্ণ। ইহাতে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়াতে দুষিত রক্ত, পারদ ফোটন বা ঘা হওন ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

মূল্য ২৵৹ আনা।

২। তোপচিনি মসলার অরিষ্ট। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবেক এবং ধাতু পুষ্টি হইবেক। অধিকন্তু, ইহা মেহ, ধাতু পীড়া, উপদংশ রোগ, বাত, পুরাতন কাশী ও হাপানী প্রভৃতি উৎকট পীড়া সমূহের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৷০ টাকা।

৩। অম্লপীড়ার মহৌষধ। ইহা বিবিধ অম্ল রোগের ঔষধ যথাঃ—অম্ল উদ্গার ও বমি, পেট জ্বালা বেদনা ও পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ইত্যাদি। ৸৵আনা।

3। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। ইহাতে বায়ু পিত্ত রোগ, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা ইত্যাদি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৵৹ আনা।

৫। বাতরাজ তৈল। ইহা বিবিধ প্রকার বাত রোগের মহৌষধ। মূল্য ৸৵৹ আনা।

৭। কর্ণপীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের পুঁজ ও বধিরতা আরোগ্য হয়। ॥১০

৮। কেশ কন্দর্প তৈল। ইহাতে অকালে কেশ পক্কতা ও কেশ মূল বলিষ্ঠ হয়। মূল্য ৸১০ আনা

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। ইহাতে গরমির ও অন্য ঘা আরোগ্য হয়।

মূল্য ॥১০ আনা

শ্রীরামলাল দত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হিরা পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশমেকেবের সোণার রূপার এবং জেমশমরের এবং অন্য ২ মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজা বাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০টাকার মূল্যের অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শিক্ষক।

অর্থ... ব্য ভূমাধিকারিদিগের শিক্ষার্থে ...ক উপদেশ। তৎসহ আদালত ও ...র্য্যব্যবহৃত পারস্য ভাষার ...গিতা ও নৈসর্গিক শক্তি অনুসারে ...াগ। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারি ও নুতন সংস্কৃত প্রেসে পাওয়া যায় মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল /০ আনা।

জৈ্য—শে।

পূরাণ প্রকাশ যন্ত্র হইতে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কল্কিপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, শ্রীভগবদ্গীতা, রামানুজভাষ্য স্বামীকৃত টীকা, চক্রবর্ত্তী কৃত টিকা, ও অনুবাদ সমেত প্রত্যেক পুস্তক প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ সমেত প্রকাশ হইতেছে, প্রতি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য চারি আনা মাত্র।

কলিকাতা শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্তের লেন ৫নং ভবনে শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবেক।

পূরাণপ্রকাশ যন্ত্রে বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুলভ মূল্যে পরিপাটি রূপে নির্ব্বাহ হয়।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা, ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ, বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাসুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া খণ্ডে২ প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্যপাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ, কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এতদ্বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায় একটী পুস্তক রচনা করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।

১৮৭৭ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি } শ্রীদিহিঙ্গের গোস্বামী মোং রহা নওগাঁ আসাম।

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শন।

The collected Essays of Ram Dass Sen well deserve a translation into English.

Max Muller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

মুল্য ১, এক টাকা ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

উহার প্রথম ভাগ মুল্য ১ টাকা ডাক মাশুল দুই আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

"ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী"

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রাডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

সচিত্র।

রসায়ন-শিক্ষা।

মূল্য ॥০ আনা।

বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠোপযোগী করিয়া কলিকাতা স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বৈঃ ৮ শে।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.................................../০

মঙ্গলবার..................................।০

বুধবার...........কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বৃহস্পতিবার................................।০

শুক্র বার...................................।০

শনি বার....................................।০

রবি বার.....................................॥০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট

কেবল টীকেট গৃহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গৃহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা। ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফ্রিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

আমরা ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান; মায় ডাকমাশুল

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১৵০
" " ২য় "	১৵০
হোমিওপ্যাথিক ভৈষয্যতত্ত্ব ১ম "	১৶
অর্শরোগের মহৌষধ	১।০

অর্শ রোগীরা আপন২ লক্ষণ পাঠাইবেন।

টাক রোগের মহৌষধ	১।০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন চেষ্ট	২৫
" ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্‌স	১০
" ১০ শিশি বাক্‌স	৫

এই বাক্‌সে এক এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী
কলিকাতা, ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বৃহজ্জাতকাদি মতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা এবং স্বরোদয়, পঞ্চ পক্ষী, দৈবজ্ঞ বল্লভ, কেরলী ষষ্টি দাসাদি মতে প্রশ্ন গণনা, সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রভৃতির মূল ও অনুবাদ ও চক্র এবং দৃষ্টান্তসমেত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তক গুরুপদেশ ব্যতীত শিক্ষা হইবে। গ্রাহক গণের প্রতি প্রতিখণ্ডে ডাকমাশুল ব্যতীত ॥০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকো শিব কৃষ্ণদার, গলি ৭নম্বর বাটিতে আমার নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইবেন ইতি।

শ্রী রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক॥

মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল এক আনা।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

"সুরেন্দ্র বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।"—বান্ধব (ঢাকা)

সিনকোনা জরঘ্নঔষধ।

অথবা

গবর্ণমেণ্ট কুইনোলজিষ্ট দ্বারা প্রস্তুত বিমিশ্র সিনকোনাবীর্য্য।

যাহারা বেশীদরে কুইনাইন ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য এই ঔষধ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দারজিলিঙ্গের সন্নিকট গবর্ণমেণ্টের ক্ষেত্রজাত লাল সিন্‌কোনার ছালের ঔষধোপযোগী বীর্য্য সমুদয় ইহাতে আছে। মাত্রা ও প্রয়োগের নিয়ম প্রায় কুইনাইনের মত।

কলিকাতা মহানগরীর নিকটস্থ হাওড়ার বোটেনিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ব্যবহারের উপদেশ পত্র সমেত এক পাউণ্ড পরিমিত জরঘ্ন সিনকোনা টীনপাত্রে নগদ মূল্যে প্রাপ্তব্য।

সাধারণ লোকের প্রতি এক পাউণ্ডের মূল্য ২০ টাকা। কিন্তু এককালীন ২০ পাউণ্ড, সরকারি কর্ম্মচারিগণ সরকারি ব্যয়ের জন্য অথবা দাতব্যালয়ের ব্যবহার জন্য ক্রয় করিলে ১৬॥ টাকায় এক পাউণ্ড পাওয়া যাইবে। ডাক মাশুল ১ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে।

কানন কুসুম।

অত্যুৎকৃষ্ট নবন্যাস।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, ডাকমাশুল দুই আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

পরীক্ষিত বিশ্ববিষ চিকিৎসা।

এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে সর্প বিষের ও অন্যান্য জন্তুর দংশন এবং অন্য কোন প্রকারে বিষাক্ত পরিক্ষিত মহৌষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ লেখা হইয়াছে। মূল্য ডাক মাশুল সহ বার আনা ১৪ নং জেলিয়া টোলা ষ্ট্রীট যোড়া সাঁকো কলিকাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য

দন্ত-বন্ধনকারী ও দন্ত- চিকিৎসক।

প্রসিদ্ধ দন্ত-বন্ধনকারী কৃষ্ণধন দাসের পুত্র

শ্রীদীন নাথ দাস।

অতি সুলভ মূল্যে দন্ত বন্ধন ও দন্ত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ঠিকানা কলিকাতা, ৫১ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট।

	মূল্য
বিজ্ঞান সার উপক্রমণিকা	১
আর্য্য চরিত	৵০

ইহাতে বাল্মিকী, ব্যাস প্রভৃতি ৬ জনের জীবন চরিত লিখিত আছে।

শিশু বিজ্ঞান (সংক্ষিপ্ত পদার্থ বিদ্যা)	৵০

মধ্যেতর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ /০

ঐ ঐ দ্বিতীয় ভাগ /০

ইহাতে সরল প্রণালীতে প্রথম শিক্ষা হইবে।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরী, স্কুলবুক সোসাইটী এবং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ শড়ক বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

বেঙ্গল হোমিওপেথিক ফারমেসি।

(শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে।)

১ নং আপর সারকুলর রোড, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রয়োজনীয় হোমিওপেথিক ঔষধি গৃহ চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীদিগের নিমিত্ত সাধারণ এবং বিশেষ২ পীড়ার বাঙ্গলা ও ইংরাজী ব্যবস্থা পুস্তকসহ নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট বাক্স, এবং অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে হোলসেল ও রিটেল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের দ্রব্যাদি সমুদয় বিলাত হইতে নুতন আসিয়াছে।

ওলাউঠার বাক্স

১১ শিশি (গৃহোপযোগী) সমেত ব্যবস্থা পুস্তক মূল্য	৫
২৪ শিশি পূর্ণ (চিকিৎসকোপযোগী) সমেত পুস্তক	১৫
রুবিনির ক্যাম্ফার (ওলাউঠার প্রতিনিষেধক) সমেত ব্যবস্থা পত্র	১
জল পরিস্কার করার পকেট ফিলটার	৫
জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র	৭

লাল বেহারি মিত্র এণ্ড কোং
হোমিও পেথিক চিকিৎসক ও কিমিষ্ট।

গোলাপ! গোলাপ!! গোলাপ!!

সাময়িক সবজির বীজ।

এখানে অতি উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত নুতন গোলাপের কলম প্রায় ১২৫ ভিন্ন ২ প্রকারের বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সুলভ। উহার তালিকার জন্য আমাকে লিখিলে পাঠাইয়া দিব।

আপাততঃ রোপন যোগ্য সবজির বীজ যথা চৈতে শশা, ফুটি, কাঁকুড়, খেড়, তরমুজ খোরমুজ বারপাতা ঝিঙ্গে, তিন হস্ত পরিমান লাউ, বানারসের কাঁকড়ি, চাঁপানটে ও অন্যান্য শাক ইত্যাদি হরেক-রকমের পাওয়া যায়। মুল্য মায় পেকিং সমেত ২ টাকা মাত্র।

নর্শরির গ্রাহক এই সময় হইলে এবং ১৪ টাকা চাঁদা দিলে সর্ব্ব প্রকারের বীজ পাইবেন গ্রাহক হইবার ইচ্ছুক হইলে সত্বরই হওয়া কর্ত্তব্য। বিলম্ব হইলে আপাততঃ রোপন যোগ্য বীজ সকল পওয়া যাইবে না। নিতান্ত ভরসা করি ... লোকে গ্রাহক হইতে বিরত হইবেন না।

১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৭ } শ্রীনৃত্যগো...
পাইকপাড়...

পুঃ নিঃ। গ্রাহক মহাদয়...
দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত ক...

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ১৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

বাঙ্গলার ট্যাক্স।

বাঙ্গলার লেফটেনেন্ট গবর্ণর কোন রূপ নূতন ট্যাক্স দ্বারা বাঙ্গলা হইতে ২৭৫০০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত হইতেছেন। বাঙ্গলায় এক্ষণ সর্ব্ব সমেত ৪৬টী জেলা আছে। যদি এই সাড়ে সাতাইশ লক্ষ টাকা সমান অংশ করিয়া এই সমুদয় জেলার প্রতি বার করা হয়, তাহা হইলে প্রতি জেলা হইতে ৫০ হাজার টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে হইবে। লেফটেনেন্ট গবর্ণর যে প্রণালীতে এই অর্থ সংগ্রহ করা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে ইহার অধিকাংশ দরিদ্র প্রজাদিগের বহন করিতে হইবে। তিনি নিয়ম করিতেছেন যে, যে স্থানে কৃষিকার্য্যের উপকারার্থে গবর্ণমেন্ট পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়াছেন, সে সমুদয় স্থানের প্রজারা পয়ঃপ্রণালী দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হউক আর না হউক, সকলকেই এই নিমিত্ত একটী নূতন কর দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রোড সেসের হার বৃদ্ধি করিবেন। লেফটেনেন্ট গবর্ণর যে নিয়ম করিতেছেন তাহাতে বাঙ্গলার জমিদার ও প্রজার স্কন্ধে এই অতিরিক্ত করভার অর্পিত হইতেছে এবং সে করভার নিতান্ত অল্প নহে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইনকম ট্যাক্স দ্বারা বাঙ্গলা হইতে ২১ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় এবং যদিও সে বৎসর নিয়ম থাকে যে, সর্ব্ব প্রকার ব্যয় বাদে যাহাদের বৎসর ৭৫০ টাকা আয় তাহাদিগকেই কেবল ট্যাক্স দিতে হইবে, অর্থাৎ ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকে ট্যাক্স দিতে হইবে না, তথাচ ইহার নিমিত্ত দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। রোডসেস দ্বারা বাঙ্গলাতে মোটে ১২ কি ১৩ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় এবং ইহার নিমিত্ত অনেক জমিদারের ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, অনেক প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গলার লোক এই রূপ নির্দ্ধন। সুতরাং সাড়ে সাতাইস লক্ষ টাকা ইহাদের দিতে হইলে দেশের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ যে উঠিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার প্রজার অবস্থার যত উন্নতিই হউক এখনও মহাজনের দ্বারস্থ না হইয়া বোধ হয় শত করা ৫০ জন প্রজা ন্যায্য খাজনা পরিশোধ করিতে পারে না। রোডসেস নির্দ্ধারিত হওয়াতে তাহাদের এই কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে, আবার যদি বাঙ্গলার জমিদার ও প্রজাকে ২৭৫০০০০ টাকা দিতে হয় তাহা হইলে নীল বিদ্রোহের পূর্ব্বে এদেশের প্রজার যেরূপ দুরবস্থা ছিল তাহারা সেই অবস্থায় উপনীত হইবে।

বাঙ্গলার প্রজাদিগের এই রূপ বিপদ। জমিদারদিগের বিপদেরই বা সীমা কোথায়। বাঙ্গলায় যে সকল জমিদার আছেন তাহাদের শতকরা ৫ জন যদি সজীব অবস্থায় থাকেন। অথচ প্রজারা ত এ সম্বাদ রাখেই না, জমিদারের মধ্যেও বোধ হয় অধিক অংশ ইহা এখনও শুনেন নাই। তাহারা শুনিয়াই বা কি করিবেন। স্বার্থপরতায় বঙ্গদেশ উচ্ছিন্ন গেল এবং স্বার্থপর ব্যক্তিরা দেশ উচ্ছিন্ন দিলেন এবং নিজে উচ্ছিন্ন গেলেন। যে সমুদয় মহা পুরুষেরা সামান্য স্বার্থের নিমিত্ত ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দিলেন, তাহারা এখন বুঝিবেন যে, তাহারা দেশের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের প্রধান দুর্ভাগ্য কলিকাতাবাসীদের হস্তে সমুদয় দেশের উন্নতির ভার অর্পণ করা। বঙ্গবাসীরা এই [illegible] না করিলে ষ্টিভেন সাহেব সহজে ফৌ[illegible] দ্বারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে [illegible]গী আক্ট জারি করিয়া গবর্ণমেন্ট [illegible]লিকে নির্দ্ধন করিতে পারিতেন [illegible]গার স্কন্ধ হইতে কর ভার দরিদ্র প্রজার স্কন্ধে অর্পিত হইত না, এবং আবার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত না। আমরা যত দিন কলিকাতাবাসীদের উপর নির্ভর করিব তত দিন আমাদের দুর্গতির বৃদ্ধি ভিন্ন মোচন হইবে না। আমাদের বিবেচনায় আমরা এই ভ্রমে পতিত হইয়া বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদের এখন সতর্ক হওয়া উচিত।

যে ২৭৫০০০০ টাকা ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত হইবে তাহার অর্দ্ধেক প্রজার ও অর্দ্ধেক জমিদারকে দিতে হইবে। যাহারা ১৩লক্ষ টাকা রোড সেস দিতে চারি দিকে অন্ধকার দেখে, তাহারা এই ১৩ লক্ষের অতিরিক্ত আরো সাড়ে সাতাইস লক্ষ টাকা কিরূপে দিবে ইহা আমরা যখন চিন্তা করি তখনই আমাদের রোমাঞ্চ হয়। আবার যদি আমরা এটী বুঝিতে পারিতাম যে ১৩ এবং ২৭ লক্ষ, অর্থাৎ ৪০।৫০ লক্ষ টাকা সেস প্রদান করিয়া আমাদের নিস্তার আছে, তাহা হইলেও আমরা মনকে কতক প্রবোধ দিতে পারিতাম। এই রোডসেসের কোথায় গিয়া যে শেষ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? ৫ বৎসর পূর্ব্বে ডিউক অব আরগাইল বলেন যে, সেস ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই পয়সা হারে সংগৃহীত হইবে, এবং ৫ বৎসরের মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকার স্থলে ৪০ লক্ষ টাকা সেস বৃদ্ধি হইল। গবর্ণমেন্ট আর পাঁচ বৎসর পরে যে এই ৪০ লক্ষ ১২০ লক্ষে বৃদ্ধি করিবেন না, তাহাই বা কে জানে? এবং যদি প্রকৃত গবর্ণমেন্ট এই নিয়মে সেস বৃদ্ধি করিতে থাকেন তাহা হইলে বঙ্গ দেশের উন্নতিশীল প্রজারও বৃদ্ধি ঐ পর্য্যন্ত; এবং জমিদার শ্রেণীকেও রক্ষা করা দুঃসাধ্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা কর্ত্তৃকই এই সেসের প্রথম সূত্রপাত হয়। অদূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ এবং স্বার্থপর ব্যক্তি দ্বারা দেশের কি না সর্ব্বনাশ হইতে পারে।

যদিও আমরা যখন এই ২৭৫০০০০ টাকা ট্যাক্স স্মরণ করিতেছি, তখনই আমাদের রোমাঞ্চ হইতেছে তথাচ আমাদের বিশ্বাস যে যদি বঙ্গবাসীরা বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে আমরা এই বিপদ হইতে অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারি। গবর্ণর জেনারেল বাঙ্গলা দেশের স্কন্ধে এই ট্যাক্সের ভার অর্পণ করিয়া ভয়ানক অবিচার করিয়াছেন, আবার ইডেন সাহেব ইহা দরিদ্র প্রজা ও উৎসন্নোন্মুখ জমিদারদিগের স্কন্ধে এই ভার নিঃক্ষেপ করিবার প্রস্তাব করিয়া তদতিরিক্ত অবিচার করিতেছেন। এরূপ অবিচারের প্রতিবাদ করা প্রজাপুঞ্জের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ইংলিশ গবর্ণমেন্টের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, সুসভ্য গবর্ণমেন্ট এরূপ প্রতিবাদের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বাঙ্গলা হইতে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহা হইতে এদেশের সমুদয় ব্যয় সংকুলন হইয়া বিস্তর অর্থ উদ্বর্ত্ত থাকে, তবে কেন আবার আমাদের এত টাকা ট্যাক্স দিতে হয়? আবার এই রূপ অতিরিক্ত করভার ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের উপর অর্পিত হয় নাই, কেবল উত্তর পশ্চিম এবং বাঙ্গলার উপর অর্পিত হইয়াছে। এটীও একটী নিতান্ত অবিচার। ইম্পিরিয়াল রাজকোষে যে অর্থের অনটন হইয়াছে তাহা যদি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের উপর পড়্তা হইত তাহা হইলে বঙ্গবাসীদের স্কন্ধে তত ভার পড়িত না। গবর্ণর জেনারেল বাঙ্গলার রাজস্ব সম্বন্ধে যে নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিতেছেন তাহাতে যে অবিচার করিতেছেন তাহা তাহারা বুঝেন এবং প্রজারা কোন কথা না কহিলে রাজাদের এরূপ অবিচার করার প্রথা আছে। যদি সৌভাগ্য ক্রমে বঙ্গবাসীরা এবার উত্তেজিত হন এবং একত্রিত হইয়া এই অবিচারের প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট আর এরূপ অন্যায় প্রস্তাব করিবেন না।

যদি গবর্ণর জেনারেল আমাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে ইডেন সাহেব আমাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বাঙ্গলার প্রজাদের যে কিছু উন্নতি হইয়াছে সে তাঁহার প্রসাদাৎ। তিনি নীলের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন এবং এদেশের প্রজার যে কিছু সংস্থান হইয়াছে সে কেবল সেই নিমিত্ত সুতরাং তিনি স্বোপার্জ্জিত বৃক্ষকে পারতপক্ষে নষ্ট করিবেন না। তিনি প্রজার রোদনে বধির হইবেন না। তাঁহার হৃদয় আছে বলিয়া তিনি এ দেশের লোকের নিকট এরূপ আদরণীয়। তাঁহার নিকট আমাদের দুইটী আবেদন আছে। প্রথম যদি ২৭৫০০০০ টাকা তাঁহার নিতান্তই সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে ব্যয় কর্ত্তন করিয়া ইহা সংকুলান করার যত্ন করুন। ব্যয় কর্ত্তন দ্বারা এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বটে কিন্তু ইহার অনেক সংগ্রহ হইতে পারে। যখন এ দেশে ইনকম ট্যাক্স ছিল তখন গবর্ণমেন্ট অনেক ব্যয় সংকীর্ণ করার প্রস্তাব করেন। দেশের সৌভাগ্যক্রমে ইনকম ট্যাক্স থাকিলে এত দিন সে সমুদয় ব্যয় সংকীর্ণ হইত। তাহা হইলে এত দিন রেবিনিউ বোর্ডও থাকিত না, পোলিসের আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদ গুলি উঠিয়া যাইত, স্কুল ইনেস্পেক্টর গুলি রাখিয়া গবর্ণমেন্ট অনর্থক কতকগুলি টাকার অপব্যয় করিতেন না। গবর্ণমেন্ট যে এই রূপ শত শত স্থানে অনর্থক দেশের অর্থ ব্যয় করেন তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবং ইডেন সাহেব কটাক্ষ করিলে এই সমুদয় অনর্থক ব্যয় কর্ত্তন করিয়া দেশ রক্ষা করিতে পারেন। এরূপ ব্যয় কর্ত্তন করিলে হয় ত শতাধিক পরিবার কষ্টে পতিত হইতে পারেন, কিন্তু একটী দেশ উচ্ছিন্ন যাওয়া আর এক শত পরিবারের কষ্টে পতিত হওয়া এক কথা নহে। লেফটেনেন্ট গবর্ণরের যদি এরূপ ব্যয় সংকীর্ণ করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ইনকম ট্যাক্সের দ্বারা অনায়াসে এই অর্থ গুলি সংগ্রহ হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের প্রধান ২ মহাজন, ব্যবসায়ী বণিক, রাজ কর্ম্মচারী ইহাদের রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত কোন করই দিতে হয় না। এখানে যে ইংরাজেরা বাস করেন এবং যাহারা ইংরাজ শাসনের প্রধান সুখ ভোগ করেন তাহারাও প্রায় কোন রূপ ট্যাক্স প্রদান করেন না। এ সময় কেন তাহারাই এ ভারটি সংকুলন করুন না? যাহাদের সঙ্গতি আছে, আবার যাহারা রাজ শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার ভোগ করেন, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা ইহাদিগকে অধিক কর দিতে বলিতেছি না। ইহার এই অতিরিক্ত কর ভারটি গ্রহণ করুন। প্রজার স্কন্ধে এই ভারটি নিক্ষেপ করিলে তাহারা রসাতলে যাইবে, কিন্তু যদি এরূপ নিয়ম করা যায় যে, যাহাদের বৎসর হাজার টাকা আয় তাহাদের শতকরা এক টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই ইহা অনায়াসে দিতে পারিবেন। যাহার হাজার টাকা বাৎসরিক আয় তাহার পক্ষে বৎসর দশ টাকা দেওয়া কঠিন কথা নহে।

আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়।

দুর্ব্বল শরীর এক বার উত্তেজিত হইলে এরূপ প্রতিঘাত উপস্থিত হয় যে, তাহাতে অনেক সময় জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এই দৌর্ব্বল্যতা দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ হইল। ইংরাজেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে যেরূপ সুশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, ইংরাজ রাজনীতি যেরূপ সুচারু, ইংরাজ জাতি যেরূপ সভ্য, তাহাতে আমরা যদি দুর্ব্বল না হইতাম তাহা হইলে এত দিন গবর্ণমেন্ট যত যত্ন ও শক্তি দ্বারাই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখুন, আমরা উন্নত হইবার সমুদয় পথ গুলি একে এ[illegible] করিতে পারিতাম। ইংলিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে বটে রাজপুরুষেরা আমাদিগকে রাজ বিদ্রোহী বলিয়া গুরুতর দণ্ড প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু সসম্ভ্রমে এবং যথা নিয়মে যদি আমরা তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ আমাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বলি তাহাতে তাঁহারা মনক্ষুণ্ণ হইতে পারেন কিন্তু এরূপ প্রার্থনা ষ্টিফেন সাহেবও অপরাধের মধ্যে

পরিগণিত করিয়া যান নাই, এমন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষবাসীরা উপযুক্ত হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষবাসীদিগকে ভারতবর্ষ অর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন। কেবল আমাদের দৌর্ব্বল্যতার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, তাহা না হইলে আমরা এত দিন অনেক উচ্চে উঠিতে পারিতাম। ইংরাজদিগের অধীন কেবল আমরা অবস্থিতি করি না, পৃথিবীর অনেক জাতি ইংরাজ অধীনে আছেন এবং তাহারা সকলেই ক্রমে উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছেন। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারলাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোক আর স্বাধীন জাতিদিগের সঙ্গে অতি অল্প প্রভেদ। আমরা বলবান হইলে আমাদের অবস্থা এত দিন প্রায় স্বাধীন হইত। আমাদের ইহা কেবল অনুমান করার প্রয়োজন করে না। আমরা যখন যে বিষয় লইয়া ঐকান্তিক মনে উত্তেজনা করিয়াছি, তখনই আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত গবর্নমেণ্ট কত যত্ন করেন, আমরা ইহা লইয়া গবর্নমেণ্টের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করি এবং জয়ী হই। ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়া গবর্নমেণ্ট আয় ব্যয় সম্বন্ধে ঘোর শঙ্কটে পড়িয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীরা ইনকমট্যাক্সের পক্ষপাতী এবং ম্যাঞ্চেষ্টরের ব্যবসায়ীদের গবর্নমেণ্টের উপর ভয়ানক আধিপত্য, কিন্তু ইহা লইয়া আমরা ঘোর সংগ্রাম করি এবং যদিও গবর্নমেণ্ট জানেন যে ইহা দ্বারা দরিদ্র প্রজার ক্ষতি হইবে, যদিও গবর্নমেণ্ট ইহাও জানেন যে, কতকগুলি স্বার্থপর কুচক্রীর কুচক্রে পড়িয়া দেশের লোক ইহার প্রতিবাদ করিতেছে, তথাচ গবর্নমেণ্ট ইনকমট্যাক্স রহিত করিতে বাধ্য হন। ক্যাম্বেল সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রজারা কি ভয়ানক সংগ্রামই করে এবং তাহাতেও আমরা জয়ী হই।

কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ভার কুইনের সাক্ষাৎ অধীনে আসিয়া মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়াছে সে সন্দেহস্থল, তথাচ এ পরিবর্ত্তনে আমরা কতক ক্ষমতা প্রকাশ করি। গবর্নমেণ্ট যে প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করেন তাহাতে এত দিন ভারতবর্ষে একটী স্বাধীন রাজাও থাকিতেন না। অযোধ্যার নবাব ইংরাজদিগের যেরূপ অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা ইংলিশ গবর্নমেণ্ট যেরূপ উপকৃত হন, এ রূপ বোধ যে অতি কম ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত হন এবং তাঁহাকে যখন নির্দ্দোষে রাজ্যচ্যুত করেন, তখন আর কাহার নিস্তার ছিল? কিন্তু গবর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়া এই কৌশলের পরিবর্ত্তন করেন এবং ভারতবর্ষবাসীরা তাঁহাদিগকে এই কৌশল পরিবর্ত্তনে বাধ্য করে। সকল রাজ্যেরই রীতি এই যে, রাজা প্রজাকে পদানত করিয়া রাখিবার যত্ন করেন এবং প্রজাদিগের কিছু চৈতন্য হইলে তাহারা রাজাকে করায়ত্বে আনায়নের যত্ন প্রাপ্ত হয়। রাজা ও প্রজায় এরূপ ঘোর বিবাদ সর্ব্বত্র হইতেছে। সুসভ্য জাতির মধ্যে এই ঘোর বিবাদের অন্ত নাই, এরূপ বিপদ হইলে সুবোধ রাজারা প্রজার মনোরঞ্জনের যত্ন করেন এবং প্রজারা এই রূপে ক্রমে অগ্রসর হয়। ইংরাজ জাতি যদিও আমাদিগকে পদানত করার যত্ন করিতেছেন, কিন্তু আমাদিগকে ঘোর নিদ্রিত অবস্থায় রাখেন নাই। আমাদের পদানত করিয়া রাখিয়া প্রতি দিন শিক্ষা দিতেছেন যে, আমাদের পদানত হইয়া থাকার প্রয়োজন করে না। আমরা উত্থান করিতে যত্ন করিলে তাঁহারা শক্তি দ্বারা আমাদিগকে পদতলে রাখিবার যত্ন করিবেন বটে, কিন্তু যদি আমরা উ[illegible] হইলে তাঁহারা আমাদের শিরোচ্ছেদ করিবেন না, প্রত্যুত আমরা তাঁহাদের অধিক ভক্তির ও শ্রদ্ধার পাত্র হইব। আমরা এই রূপ উপদেশ ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া যদি পদানত হইয়া থাকি, তবে সে আমাদের দোষ। আমরা দুর্ব্বল না হইলে বোধ হয় আমরা এরূপ অবস্থায় থাকিতাম না। আমাদের এই দৌর্ব্বল্যতার নিমিত্ত আমরা কেবল উন্নতির পথে উত্থান করিতে পারি না, ইহা দ্বারা অনেক সময় আমাদের সমূহ অধোগতি হয়।

আমরা ক্যাম্বেল সাহেবকে দমন করিবার নিমিত্ত উত্তেজনা করিয়া এই রূপ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহার পর আমাদের উপর বার বার কত অত্যাচার হইতেছে, তবু আমরা তাহা অনায়াসে সহ্য করিতেছি, কিন্তু যতই সহ্য করি যদি আমরা এবার নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকি এবং ইডেন সাহেব আমাদের স্কন্ধে ২৭৫০০০০ লক্ষ টাকা নিঃক্ষেপ করেন তাহা হইলে আমাদের আর উঠিতে হইবে না। ঘরে অন্ন থাকিলে লোকে সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারে। ভারতবর্ষ নির্দ্ধন না হইলে ঘোর শাসনে ইংরাজেরা আমাদের কিছুই করিতে পারিতেন না। মুসলমানেরা ঘোর অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু তখন ভারতবর্ষে অজচ্ছল অর্থ ছিল এবং এই অর্থের নিমিত্ত আমরা অত্যাচার সত্ত্বেও সজীব ছিলাম। তখন দেশে আমোদ আহ্লাদ উৎসব উৎসাহ ছিল, ভারতবর্ষবাসীরা বলবান ছিল, মাতা পুত্রবতী ছিলেন এবং শোকাকুল জনক জননীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তখন ভারতবর্ষবাসীর মান মর্য্যাদা তেজ ছিল এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতির অধোগতি হইয়াছিল না। ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র নির্দ্ধন হইয়াছে, কেবল বাঙ্গলায় যে কিছু অর্থ আছে। এখানেও প্রচুর অর্থ নাই তবে এখানে অর্থের অভাবে লোকে ভ্রূণ হত্যা শিশু হত্যা করে না, উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণ এখনও সামান্য বেতনে দ্বারবান হয় না, এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ হস্ত দ্বারা হল ধারণ করে না। বাঙ্গলার এই রূপ দুর্গতি হয় নাই এই নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে সহস্র সহস্র লোক এখানে আসিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে, এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর মন্বান্তর উপস্থিত হইতেছে না, এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিদের মনে কখন কখন খদ্যোত আলোকের ন্যায় আশা বিকসিত হয়। যদি এবার ২৭৫০০০০ টাকা দরিদ্র প্রজা ও উচ্ছিন্নোন্মুখ জমিদারের স্কন্ধে নিঃক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায়ও হা অন্ন উপস্থিত হইবে। আমাদের এই বিপদ। এখন দেশীয় লোক নির্জ্জীব অবস্থায় থাকিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা আর পূরণ করা যাইবে না। দুর্ব্বল বিড়ালও বিপদে পতিত হইলে সিংহের মূর্ত্তি ধারণ করে। যিনি কখন কোন বিড়ালকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া প্রহার করার যত্ন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে সে সময় সে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। বিপদ কালে বিড়ালও সিংহ হয়, আমরা বিপদ কালে, মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, কি মনুষ্যত্ব দেখাইব না? যদি আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে আমরা বঙ্গবাসীদের উত্তেজনা করিতাম না। কিন্তু এবার যদি গবর্নমেণ্ট আমাদের স্কন্ধে এই পাষাণ চাপাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা আর উঠিতে পারিব না। নিরন্ন হইলে কি কষ্ট তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন এবং আমাদের আশঙ্কা হইতেছে আমাদের এই বিষম কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভূষণ দ্বারা স্ত্রীকে সুসজ্জিত করা দূরে থাকুক, ভূষণ দ্বারা স্ত্রীকে সুসজ্জিত করার সুখ অনেক দিন হইতে আমাদের অন্তর্হিত হইয়াছে, আমাদের তাহা হইলে বস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের লজ্জা রক্ষা করা কঠিন হইবে, পুত্র কন্যাকে বিদ্যা দান করা দূরে থাকুক তাহাদিগকে অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করা কঠিন হইবে। এবার অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলে আমাদের এই রূপ দুর্গতি হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব যিনি বাঙ্গলা দেশকে ভাল বাসেন এবং যাহার কিছু মাত্র স্বার্থ জ্ঞান আছে তাহার একবার এ সময় সচেতন ও জীবনপূর্ণ হওয়া উচিত। আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইলে গবর্নমেণ্ট আমাদের উপর এই করভার অর্পন করিতে পারিবেন না। ইডেন সাহেব আমাদের পরম বন্ধু। তিনি কখনই প্রজাদিগকে উচ্ছিন্ন দিবেন না। আমরা যদি তাহাকে বলি যে, ১২ বৎসর পূর্ব্বে প্রজারা উচ্ছিন্ন দশায় পতিত হয় এবং তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, এই ভয়ানক করভার তাহাদের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিলে তাহারা আবার উচ্ছিন্ন যাইবে, তাহা হইলে তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইবে। অপর ব্যবসাদার প্রভৃতি লোক ও উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারীগণ গবর্নমেণ্টকে প্রায় কোন ট্যাক্সই দেন না। অথচ তাঁহারা সহস্রগুণে প্রজাদের অপেক্ষা সুখী, ইংরাজ শাসনের যত সুখ শান্তি আছে তাহার অধিকাংশ তাহারা ভোগ করেন। যদি এ ট্যাক্সটী তাহাদের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করার নিমিত্ত লেঃ গবর্নরের নিকট আমরা প্রার্থনা করি তাহা হইলেও তিনি বুঝিবেন যে প্রজারা নিতান্ত আবদার করিতেছে না, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে।

ফেন্নুয়ার প্রজাদের সঙ্গে চা-কর সাহেবদের কি লইয়া বিবাদ হয় এবং সাহেবেরা প্রজাদের প্রতি কি নিমিত্ত গুলি করেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। ফুলার সাহেব কি রূপে অতি সামান্য অপরাধে তাহার সহিসের প্রাণনষ্ট করেন তাহাও অনেকে অবগত আছেন। আমরা বর্দ্ধমানের বাবু রঘুনাথ হাজরার সঙ্গে এক জন নীলকর ইংরাজের কি রূপে বিবাদ হয় এবং নীলকর সাহেব কি রূপে রঘুনাথ বাবুর লোককে গুলি করে সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি এবং এবারও বিস্তার পূর্ব্বক তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইল। দারজিলিং নিউস লিখিয়াছেন যে, কুচবেহারের রিচার্ডসন নামক সাহেব এক জন দেশীয়কে এক চপেটাঘাত করেন এবং তাহাতে তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। আবার তার সংবাদ আসিয়াছে যে, হিরাটে চারি জন ইংরাজ চারি জন এদেশীয়কে গুলি করিয়াছে। ইহার এক জনের মৃত্যু হইয়াছে অপর এক জনের মুমূর্ষ অবস্থা এবং অপর দুই জনের প্রাণ সংশয়াপন্ন। তুর্কির মুসলমানেরা সার্বিয়া প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টনদিগের উপর অত্যাচার করে, এই নিমিত্ত ইংলণ্ডবাসীরা মনে এরূপ কষ্ট পান যে অনায়াসে তাহাদের পুরাতন বন্ধু তুর্কিকে বিপদকালে পরিত্যাগ করিলেন। অনেকে তুর্কিকে এই রূপ বিপদ কালে পরিত্যাগ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের ইচ্ছা রুশের সঙ্গে যোগ দিয়া তুর্কিকে উচ্ছিন্ন দেন। যে ইংরাজ জাতি পর দুঃখে এ রূপ কষ্ট প্রাপ্ত হন, কষ্টের নিমিত্ত যাহারা অনায়াসে পুরাতন বন্ধুকে বিপদ কালে পরিত্যাগ করেন, তাহাদের রাজ্যে এই রূপ অত্যাচার! পরাধীন অবস্থার অনেক কষ্ট, সুতরাং আমরা এ সমুদয় অত্যাচারের কথা মনে করিয়া তত কষ্ট অনুভব করি না। পৃথিবীতে যত দিন আসুরিক ভাবে রাজত্ব চলিবে তত দিন দুর্ব্বলের উপর প্রবলে অত্যাচার করিবে, সুতরাং ইহাতে আমাদের দুঃখ কি? কিন্তু ইংরাজ রাজ্যে এ রূপ অত্যাচার হইলে লোকে ইংরাজদিগকে কপট বলিবে এবং তুর্কির মুসলমানেরা এবং ইংরাজদিগের শত্রুপক্ষীয়েরা তাহাদিগকে উপহাস করিবে।

রায় ধনপৎ সিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সম্প্রতি কলিকাতায় এক দিন নাচের মজলিশ করেন এবং এক দিন নেশনাল থিয়েটার ও বেঙ্গাল থিয়েটারে সর্ব্ব সাধারণকে নিজ ব্যয়ে নাটক অভিনয় দর্শন করান। নাচে কলিকাতার সকল সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকের নিমন্ত্রণ হয় এবং অনেকেই মজলিসে উপস্থিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষেও তিনি কলিকাতাবাসীদিগকে লইয়া এই রূপ আমোদ করিয়াছিলেন। যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করেন, বিশেষত সুদে টাকা খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদের অনর্থক অনেক সময় অনেক রূপ কলঙ্ক হয়। লোক বিপদে পড়িয়া ঋণপাশে আবদ্ধ হয়, এবং অনেকে এই বিপদ হইতে আর উ[illegible] পারেন না, কাজেই উত্তমর্ণদিগের অনেক[illegible] করিলেও অনেকের সর্ব্বনাশের [illegible] এবং ইহারা ন্যায় পথাবলম্বী [illegible] কলঙ্কের ভাজন হইয়া থাকেন।

[TH]E AMRITA BAZAR PATRIKA

[CA]LCUTTA, THURSDAY, MARCH 29, 1877.

Some people have taken the trouble to inquire of us whether it was a fact that Mr. Kirkwood whipped the son for the crime of his father. We say yes and no. The son when dragged to be whipped cried that he knew nothing, his father knew all. There was no doubt a charge against the son, but it is universally believed that the son would have not been whipped if the father could bear it.

——oooo——

We learn from the *Moorshidabad Patrika* that some serious charges have been brought against Mr. Andrew, the Deputy Magistrate of Lalgola, in Berhampore. The complainant, Heralal Saha, we are told; has laid the following petition before the Magistrate of Berhampore. "That on the 19th March last at about 11 A. M., Mr. Andrew in a drunken state came to my office. He was accompanied by the Municipal overseer Babu Abinashchander Neogy. In consequence of his having committed some oppression in my office, my servant sent me notice and as soon as I had come and salammed him he asked me to bring. * * [This word is suppressed because obscene] On my refusal, the Shaheb forcibly took me to his house, and having made me sit there, proceeded to my dwelling house, there committed various acts of oppression, abused all who came before him, and was about to seize my wife when he was prevented by some of the witnesses cited by me." We hope the Deputy Magistrate will be able to clear himself from these serious and horrible charges.

——ooo——

The meeting convened by the Secretary to the Indian Association to consider the Civil Service question was a great success. The meeting was very largely attended, and the representatives of various political sections of the community took part in the proceedings. The committee appointed to carry out the wishes of the meeting is unexceptionable, and we hope they will try to secure the privilege of competing for the Civil Service here in this country. Some of the ablest speakers in the Town took part in the meeting, and most of them did their part very creditably. The impassioned eloquence of Babu Kali Churn Banerjea so enthralled the attention of the audience, that they felt themselves as if under the influence of an invisible charm. His fluency, his grace of delivery, his sonorous and impassioned voice, his noble and poetical sentiments, his close reasoning and condensed thought, all marked him out for an extraordinary being gifted with a divine talent which is simply inimitable. He is decidedly the best orator on this side of India, and if Heaven gives him health and prolongs his life, he will one day shed lusture upon his country which gave him birth, and leave them far behind him who now take upon themselves to criticize his utterances. We are sorry to see the *Hindoo Patriot* while compelled to admit his fervid eloquence finds fault wih the tone of his sentiments. Now we earnestly request him to leave his bad habit of peaching his own countrymen. He himself ought to remember how he himself felt when the charge of disloyalty was brought against him. The times are now changed no doubt, and many old sinners have been converted into saints, but yet espionage was never considered an honorable profession, and espionage in a person whose mother country has not the vestige of political liberty, is still less honorable.

——oooo——

THE BURDWAN FENUA CASE.—The other day we just glanced at the salient points of this case, to-day we mean to go into greater details. It is a case which is in no way inferior to the Fenua cases of Chittagong, either in the vastness of the interests involved, the influence of the parties implicated, the number and rank of the Government Officers found wanting in duty by the High Court, and the enormity of illegalities and oppressions practised. The district Judge Mr. Bainbridge, the Magistrate Mr. Whinfield, the Joint Mr. Testro, the District Superintendent Mr. Cockburn, and the planters Messrs Christiens, all took prominent parts in the drama, and each of them received his share of notice from Justices Jackson and Macdonnel who reviewed the case. Poor Mr. Kirkwood! He had the misfortune to be caught, but it is clear there are many Kirkwoods all over the country. Lord Lytton was seeking "one single act of injustice" and he has no doubt by this time found many, but here is another for His Excellency. We would also beg His Honor the Lieutenant Governor to take note of this case, so that he may keep an eye over those individuals in the districts who enjoy as great powers over millions as the greatest despots on the earth.

The story that we are going to relate has three versions—the plaintiffs', the defendants' and the High Court's. The plaintiffs' version was disbelieved by the High Court and so there is an end of it. The defendant was never allowed to give his version of the case and so he has yet to give it. But to-day we shall [illegible] tly to the High Court's version [illegible] ng only such facts from the re[illegible] sary to elucidate certain points. [illegible] d Eugene Christien own the [illegible] ishnugger, and the accused [illegible] a is owner of another fac [illegible] ighbourhood. On the 19th [illegible] brought to Mr. Christien that fourteen hackney loads of indigo plant were in the course of removal to the Hazra's factory. This plant Babu Raghooram contended was raised by the ryots of Bijoypoor who had taken advances from him; while, on the other hand, the Christiens alleged that the plant was raised by those who had taken advances from them. But the High Court ruled that in the criminal case it was quite immaterial by whom the plant was raised. It was in the possession of Babu Raghooram, and Messrs Christiens had no right to take it from him by force. The Christiens, however, attacked the party in charge of the hackney loads, and a serious riot ensued, in which both parties were wounded, the Christiens' party by *lattees,* and the Hazra's party by pistol shots.

The planters were thus the aggressive party, while they used deadly weapons in the riot. On the following day, both parties appeared before the Deputy Magistrate of Boodbood, who directed the police to investigate the matter. While the case was in this stage, the elder Christien wrote a private letter in the English language to Mr. Whinfield, the Magistrate of Burdwan. In this letter Mr. Christien represented in vivid colours the dangerous position he was in,—he himself being unfriended and meloncholy, though not slow, for he showed remarkable vigour in the conduct of the case—and surrounded by thousands of alien natives. This poetical letter after giving his version of the affray contained a prayer. It was to the effect that Mr. Cockburn, the District Superintendent, might be sent to investigate the matter. This private letter was quite sufficient to move the Magistrate and he directed Mr. Cockburn at once to proceed to the spot. This matter of the private letter is however seriously noticed by the High Court.

Mr. Cockburn proceeded to the place next day, and put up at the Christiens' house, and held his inquiry in their verandah. Here the High Court exprsses itself surprised that knowing as Mr. Cockburn did that this was a case between planters and natives, and the planters Eupopeans, how he could so far forget himself as to put up with them, and hold enquiry in their house? The High Court observes that "Mr. Cockburn well knew the nature of the case, he well knew with what jealous eyes the native community watch the proceedings of the magistrates and police officers in cases of that kind, and with this knowledge he threw himself into the arms of the Christiens, and accordingly his report pretty clearly indicates both prejudice and the influence of recent association."

Mr. Cockburn returned to the head quarters, and submitted his report. The Hazra's party in the meantime urged the authorities to investigate their case too, but no notice was taken of such application. Regarding the report itself, the High Court made these suggestive remarks: "But we are compelled to say that Mr. Cockburn's report is not the guarded statement of a maa confining himself within the strict limits of his duty. *It is the* [illegible] *partizan."* He said in his report that [illegible] hooram was an unprincipled fellow." and had been endeavouring to drive the Christiens out of the place, and who had gone purposely near the factory that he might give a good beating to the planters. But it is necessary to state some facts here to explain more fully the length Mr. Cockborn went, which occurred in the beginning. The Sardar Ghatwal of the place with some other police officers had seen the affray with his own eyes, and reported the matter to his immediate superior. This report was rather opposed to the version given by Mr. Cockburn, so he did not take any notice of this report, nor did he send up these police officers as eye-witnesses to the affray. He, on the contrary, sent up witnesses who were not mentioned as being present during the affray in the Sardar Ghatwal's report.

The District Superintendent's report further contained a prayer, that the case may be heard at the head quarters, and not at Boodbood. The Magistrate was again agreeable. But we had forgot to mention that another private letter was written to the Magistrate by the Christiens or Mr. Cockburn, while the case was being investigated in the veranda. This letter is so short and sweet that we give it entire. It was written with blue pencil and runs as follows:—

My dear Whinfield. Please send me a search warrant for the houses of the Hazras of Patrashar, as some of the chief defendants are concealed and absconding.

The Magistrate was again agreeable. Indeed he was like molten wax in the hands of the Christiens and their friends. Both the cases were transferred to the head quarters, but no notice whatever was taken of the case of Raghooram Babu, he being all along treated as a defendant. The case was tried by the Joint Magistrate Mr. Testro, who sentenced Babu Raghooram Hazra and others to four months' rigorous imprisonment.

The judgment delivered by Mr. Testro is one of the most curious of its kinds, and we never recollect to have come across such a document. It is so voluminous that it would make a very big pamphlet. It is very argumentative in its tone, and displays great learning and industry. The document wants, however, in one thing—it wants in points. It deals with matters irrelevant and purposeless. The Joint appears to be in the habit of dealing in conjectures, and after guessing for sometime he has the frankness to admit that he was all along guessing.

We said that the judgment is argumentative in its tone, but some of his conclusions want premises, and his premises have rarely any connection with each other, and his conclusion still less with the premises. We cannot say that he abused his authority and deliberately perjured himself, but it is clear he is the most learned ass in the India Civil Servicedom. As specimens we give some of his syllogisms. Dr. Jubert the Civil Surgeon and Messrs Christiens both owe their descent to the French origin, and from this premise Mr. Testro concludes that they must hate each other. Specimen no 2. The Hazra's case was not investigated, and from that Mr. Testro comes to the wise conclusion that he was benefitted by it, for if the case had been investigated many damaging facts would have come to light! Specimen no 3. The wound examined by the Civil Surgen in Kartic's person was pronounced by him a gun shot wound in as much as it displayed slight graze which could not be manufactured. The Joint Magistrate immediately comes to the conclusion that if it was just like a gun-shot wound, it was very good imitation, and then he sits down to indulge in conjectures. He goes on to guess "it is proved that members of the Hazra family use fowling peices at times, and there are other guns in the immediate neighbourhood of which a weaver owns one. [Indeed a weaver! this must be a significant fact in connection with this case.] A genuine shot-wound therefore, might be expected near Krishnuggur sooner or later, local ingenuity would easily be equal to the task of conceiving an imitation; and whether the model existed in memory only, or a man has really been wounded in the ear at Krishnuggur quite recently, I cannot think there would be much difficulty in executing the imitation," and thus the Burdwan Solomon decides that the wound was an imitation!!!

The Solomon however is not only learned in law, logic, and French phrases, but claims a knowledge in medical science. Indeed, the great thorn on his side was the medical testimony of the Civil Surgeon Dr. Jubert. He used unbecoming tone in reference to the witnesses who spoke a wroid on behalf of Babu Raghooram for which he was rebuked by the High Court. But his conduct towards the Civil Surgeon was considered by the same authority as "outrageous," and the whole voluminous judgment as the "speech of an advocate."

Thus the Hajra was carrying indigo plant and his indigo was snatched from him. His man was wounded with a deadly weapon and the consequence was that *he* was dragged from Court to Court for a period of seven months, *he* was for sometime in prison, *his* house was searched, and he found himself after the conclusion of the case short of ten thousand Rupees!

We would commend one interesting feature of the case to the notice of Sir Aurthur Hobhouse who considers the Government to be an angel, void of vindictive feelings, and overflowing with the milk of human kindness. The case was throughout conducted by the Government up to the High Court, and with reference to this matter, the High Court observes: "But if there was ever a case which the Government adviser should have kept in his own hands, we think the present was that case, and we regret that the so-called prosecutors in this matter should thus have had continued to them in some measure even in this Court the advantages which we think were improperly allowed to them in the Court below."

——ooo——

DECENTRALIZATION.—The desire to rule is only inferior to the desire to live, and it was the Government of Lord Mayo which first discovered that to live it must part with some portion of its power. The difficulty of a Government embarrassed in finances can rarely be appreciated by out-siders, but the difficulty of a Government of such a country as India, composed as it is of diverse elements, is almost insuperable. Reduced to a deplorable state by previous thoughtlessness, and by a system of extravagance unprecedented in the fiscal annals of any country, the Government managed to preserve its credit only because of its despotism. But even despots have their Rubicons, beyond which they may not go, and the Indian Government in 1871 came to the conclusion that it had gone too far, and it was high time to recede a step or two.

Under the system which Lord Mayo found in force when he became Viceroy, the Local Governments, which practically carry on the whole administration of the country, had almost no powers of financial control over the affairs of their respective provinces, and no financial responsibility: everything was rigorously centralized in the Supreme Government which took upon itself in detail the provision of funds for every branch of the public service, throughout India. The revenues of the whole empire thus went into a common Fund and this Fund was entirely at the disposal of the India Government. But the possession of a vast wealth has its attendant evils and troubles, and the Government of India found the business of supervising in a central office all the details of the receipts and expenditure of the Empire as an impossible task. Then the Supreme Government had to meet the demands of the Local Governments which required money to improve their respective Provinces. The demands of these Local Governments were practically unlimited, because there was almost no limit to their legitimate wants

they had no means of knowing the measure by which their annual demands upon the Government of India ought to be regulated; they had a purse to draw upon of unlimited, because, unknown depth; they saw on every side, the necessity for improvements; and their constant and justifiable desire was to obtain for their own Provinces and people as large a share as they could persuade the Government of India to part out of the general revenues of the Empire. The constantly increasing demands of the Local Governments brought the Government on the verge of bankruptcy, and the Government of India at last came to know the danger of despotically depriving the Local Governments of all share in the financial control of their own affairs, and keeping the sole power of receiving and distributing the public money into its own hands. Lord Mayo was thus obliged to inaugurate his celebrated Decentralization Scheme by which he resolved to make over to the Local Governments a certain income to regulate their local expenditure; and to leave to them, subject to certain general rules and conditions, the responsibility of managing their own local affairs. Accordingly, from the commencement of the official year 1871-72 the financial control of the following services was transferred to the Local Governments: Jails, Police, Education, Registration, Medical Services, Printing, Roads, and Civil Buildings.

The theory of decentralization is no doubt quite sound in principle. Money placed at the disposal of men to whom it belongs is sure to be more properly expended than in the hands of those who have no natural right to it. But the scheme devised by Lord Mayo like many of his measures instead of benefitting the country. caused the widest discontent. The Secretary of State reserved to himself the complete control of his millions, and in revenge the Indian Government meted out the same measure to its subordinate Governments, and did something more. It alloted certain sums to the Local Governments, certainly after keeping a very good portion for its own use, which was, in fact, more than it could have kept when it had the troublesome task of appeasing hungry and clamorous Local Governments, and then left them and the people to their fate. The Resolution of Lord Mayo on the decentralization scheme divested of its forms and trappings consisted of these few plain commands to the Local Governments: "I shall take all your money because I am stronger and give you back a small portion because ditto. Never expect more from me; but I may not give you this sum always, I have my own necessities, and then you will have to manage with a still smaller sum. If this sum does not suffice I cant help, you must manage with it any how. I cant afford to be economical because of your necessities, you may be as eco[illegible]al as you like." Thus thrown upon their own resources, the Local Governments had no other alternative than to tax the people right and left to find the means of providing every kind of improvement in the administration of their respective Provinces. The Road-cess was introduced in Bengal, and a similar local rating was imposed in the Panjab, the N. W. Provinces, Oude, Madras, and Bombay. Then municipalities were extended throughout the land, but while the Municipal tax pressed upon particular localities, the local cesses which took different names in different Provinces pressed universally.

The framer of the famous resolution of Lord Mayo on decentralization was General Strachey who is no other than Sir John Strachey, our present Finance Minister. The time has at last come for him to develope the scheme which he originated six years ago. Sir Strachey is no doubt quite pleased with the results of his system, which, he says, has worked very satisfactorily. Yet he is constrained to admit that while Lord Mayo's measure "transferred to the Local Governments the responsibility for meeting charges which had an undoubted tendency to increase, the income of which the Local Governments had to dispose, although not quite a fixed amount, had little room for development." As a remedy for this, Sir John proposes that "the system of Provincial Assignments established in 1871 ought to be applied not only to expenditure but income." This is no doubt a move in the right direction if it were not coupled with some hard conditions. The Finance Minister, it is true, agrees to transfer the revenues derived from Excise, Stamps, Law and Justice to the local Governments, but the total amount the Local Governments will make good to the Imperial revenues on these accounts will be Rs. 6,98 4,000, which sum exceeds by Rs. 47,000 the amount estimated to have been actually received in the present year. Then certain expenses hitherto borne by the Imperial Government have been clapped on the shoulders of the Local Governments. To meet this additional expenditure, fresh local taxation must needs be resorted to. Again the transfer of revenues has been made subject to this essential condition. While the Local Governments shall share largely in any increase of revenue to which their own improved administration may lead, it is also provided that the Imperial revenues should share in this increase also. So [illegible] Moharajah Jotindro Mohun Tagore happily expressed himself, the proposed system of local finance is worse than the *ticcadari* system obtaining in Bengal Zemindarees, in as much as the *ticcadar* generally pays to the Zemindar less than the gross assets he derives from the lab and is allowed to enjoy all prospective profits during his incumbency, whereas the Local Governments under the decentralization scheme are required not only to make good to the Imperial Government the full amount of the receipts from the different sources of revenue assigned, but also to make over a moity of the increase during the period of the contract. This is carrying out the decentralization policy with a vengeance.

——ooo——

THE THREATENED TAX IN BENGAL.—By this time the people of Bengal must have known that the Government of India has saddled Bengal with an additional permanent burden of 27½ lacs per annum. Now is the time for them to say whether or not they are delighted at this happy prospect of an ever increasing taxation. Let it be borne in mind that this 27½ lacs do not represent the limit of their happiness, for they represent only the beginning. People have very vague notions of lacs. Newspaper readers so often come across lacs and millions of money (in figures) that they forget their respect for these noble terms on the simple reason that familiarity breeds contempt. Now whether you shew proper respect for a lac or not, a lac is a lac and must always remain so. However, we shall try to convey an approximate idea of what a lac properly means.

In the year 1871-72 there was an income tax of Rs. [illegible] pies 8 per cent, the minimum taxable income being so low as Rupees 750. This brought all who had an income of Rs. 62 per mensem from whatever source, under the operation of the Act. All the European and Native merchants and tradesmen and their superior servants paid the tax. All the European and Native Government servants paid the tax. The fundholders paid it, and yet after adding all together, it was fund, that the whole amounted to 21 lacs only. That is to say, 6½ lacs less than the amount now proposed to be raised. This gives some idea what the sum of 27½ lacs actually means

Take another instance. The road-cess has been introduced in Bengal and every district is now paying it. Not only every district but almost every man is paying it now. Not only every man but almost every bigga is contributing towards the fund. A cess has been also imposed upon mines. Then also a cess upon houses. After adding all these items together, the whole scarcely exceeds Rs. 15 lacs a year! Which is about half the amount proposed to be raised in this Province.

Yet take another instance. There are at present forty to forty-five districts under the Lieutenant Governorship of Bengal. Distributing the amount equally over all the districts, their respective shares of the burden will be about 68 thousand of Rupees per annum. What this figure represents can be best known from the following table which gives an account of the sums realised on account of cesses upon lands, mines, and houses from the smaller districts.

Balasore	...	Rs. 8484
Bancoora	...	„ 16,8[illegible]
Malda	...	„ 14,4[illegible]
Cuttack	...	„ 15,214
Pooree	...	„ 11,670
Beerbhoom	...	„ 22,323

To those who have come to know that Bengal will have to find twenty-seven lacs and fifty thousand rupees, and those who have a clear conception of the weight of the burden sought to be imposed, we ask, whether or not it is time that they should say something in this matter. Lord Lytton is no doubt interested in this subject of taxation in Bengal, and so is Sir John Strachey. Mr. Eden is more interested than others, of the ruling bodies we mean. Are you interested in the matter, ye people of Bengal? You will have not to ponder over accounts as Sir John Strachey did, so successfully and so advantageously to yourself. You will not have to put aside every other work, as Mr. Eden is doing now, to find the ways and means of getting at your pocket. No, you will have to do nothing of the sort, but to pay. You will have only to pay, and then you will have every permission to eat, drink, and be merry, provided of course you can find funds for such purposes. Do you think that you have any interest in the matter? If you do think, do pray come forward as soon as you can and have your say; if not, sleep on, while Mr. Eden lets loose tax gatherers upon you.

If you consider it a hardship, the fastening upon your shoulder of such a large sum as that, you have one consolation however. Mr. Eden you know is a friend of yours, and Bengal owes an immense debt of gratitude to him. He has been chosen your executioner. He has been chosen your executioner in the hope that you will excuse the Judge for the sake of the executioner. Nay, you will suffer yourself to be sacrificed with great resignation, and if possible, with positive pleasure for his sake. Mr. Eden has also taken upon himself the task with alacrity. He sees nothing wrong in the imposition of the tax; he, on the contrary, approves of the course adopted by Sir John Strachey. His Honor said:—

I believe that the transfer of its liabilities for the interest on extraordinary works to the provinces for whose benefit, protection, or development these works have been undertaken, is the best and most appropriate solution of the question. I believe that the principle of making each province pay for its own extraordinary works of the *third classes* into which my hon'ble friend has divided works of this description is thoroughly sound, and I [illegible] will at once secure greater caution in the adoption of sche[mes] intended to be reproductive, and that it will at the [same] time give a great impetus to the prosecution of really [illegible] and substantial schemes. It will be a great security t[o] Local Governments in working out large schemes to feel that each province has practically the matter in its own hands, and that works once undertaken and progressing will not be liable to be stopped in consequence of financial difficulties in a totally different part of the country.

We entirely agree with this view but the Lieutenant Governor loses sight of one thing. Would the Imperial Government part with these canals with their revenues, deficits, and liabilities if they were not a dead burden upon the finances? Would the Imperial Government part with the control of these works if they paid any thing? We shall just furnish our readers with some account of these canals. They cost...

Orrissa canals exclusive of interest			Rs.	1,65,75,664
Midnapore Canals	...	...	„	64,46,309
Tidal Canals ...	...	...	„	17,98,424
Soane	...	...	„	1,52,16,546
Tirhoot project	...	...	"	3,92,676
Hoogly	...	...	"	1,43,058
Damudar	...	...	"	1,75,634
			Total Rs.	4,07,30,311

So about 4 crores of Rupees were spent on these works in the belief that they would bring a handsome profit. Then nobody was consulted and there was not the most distant prospect of taxing the people for them. But after the works were completed it was found that the canals *did not pay, not only the interst of the capital invested, but even its working expences.*

Orrissa	...	Rs.	1,62,128	deficit
Midnapore	...	"	56,290	do
Tidal	...	"	16,103	do
Soane	...	"	64,335	do
		Total Rs.	2,99,056	

This is then the handsome property which the India Government has made over to us Bengallees, a property which does not pay the interest of the capital invested upon it, as also its working expences, and Mr. Eden is thankful for the gift! We entirely agree with Mr. Eden that these local works must be placed under the control of local Governments, but then these works should also be initiated by the local Governments. Here was a game of hazard; if the India Government had won, it would have secured the prize itself, but now that it has lost, we must pay the bet! We think it was the duty of the responsible ruler of the Province to fight to the last for his people and oppose the imposition of this unjust burden. Then why should the losing concerns fall to our share and the profitable ones to the share of the Empire? Bengal can pay its own expences. Bengal, if left to itself, could have by this time made vast improvements; Mr. Eden however did not breathe a word, on that subject. It now rests with him to do what he can by retrenchments and rigid economy. A great deal is yet possible in that way and if he can do that he will save himself from the task of soiling his own hand with the blood of a people whom he undoubtedly loves and who return the love with all the fervour of an Asiatic temperament. His Honor must divest himself of the notion that since he is incapable of doing mischief to the people of Bengal, his successors will be all like him. We cannot always expect to have Ashley Edens. He must never leave us a legacy, like the one Sir George Campbell left to his favorite classes. Sir George Campell was the great friend of the ryots, at least he told the world so. He took a prominent part in imposing the road-cess in Bengal, but when half of the rate was thrown upon the ryots he was deeply affected and delivered himself thus: "The provision which throws half the rate on the ryot is one which caused to the Lieutenant Governor much doubt and hesitation at the time—he may say, extreme doubt and hesitation; and he has been subject to a recurrence of doubts and qualms of conscience on the point ever since. It is suggested that the ryots are the poorest and most oppressed class. Those who have least benefitted by the permanent settlement, and whose wrongs have most need of redress, and that to throw on them so heavy a portion of this new taxation is inconsistent with all that has been said on the subject." Thus Sir George Campbell shed *Dhritarashtro* tears over the misfortunes of the ryots. We fancy, however that the love which Mr. Eden bears to the ryots is of a *quite* different stamp.

We hope His Honor will "avoid a new form or method of taxation" and never make the irrigation tax compulsory. It would be obviously unjust to make others pay who do not make use of the canal water. But above all His Honor must not meddle with the existing system of road-cess, and we believe he has no right to meddle with it. Only six years ago the Duke of Argyll laid down three principles upon which the road-cess was to be imposed. *Firstly* to begin with extremely low rates, and only five years ago 2 pice was fixed th[illegible]*um* rate, [illegible] in some of the districts the ope[illegible] but just commenced. *Secondly,* [illegible] the funds must be applied f[illegible] tangible, benefit of those from w[illegible] and it would be a breach of [illegible] now made to pay for the C[illegible] it was distinctly and clea[illegible] that the funds would be [illegible] of those who raised th[illegible]

needless to say that the Dacca people will never part with their money to recoup the losses incurred by Government on account of the Soane canals. We fancy thefore if His Honor tries to expand the existing system of road-cess, he will meet with great obstales, that is to say, he will be opposed by all sections of the people beyond the ditch, and a great many even within it. But as we said before, the people of Bengal ought now to come forward to help the Government with their suggestions and counsels. We are surprised to learn that the Bengal Government has already framed a scheme and purposes to introduce a bill on Saturday next. His Honor expressed a wish that the people of Bengal would cordially support him in his fiscal measures. We understood by that expression that His Honor meant to gauge the feelings of the people before taking any decisive step in the matter. The people of Bengal perfectly understand his position and are willing to sympathise with him, but they cannot support all his measures if they are not agreeable to them. We fear, Mr. Eden, by his hurry, will place himself in a still more difficult position than he is in at present.

SCRAPS AND COMMENTS.

The following is from a Gya correspondent:—

Owing to want of leisure I have not been able to communicate to you as yet the results of a very important meeting convened the other day by our noble-minded Magistrate Mr. Halliday, for the purpose of taking measures as may effect the long contemplated project of a Railway between Patna and Gya. The importance of such a means of communication can hardly be over-rated. In it are interested not the people of a single District, or of a Division or of a Province, but the whole of India. To every Hindu the indispensable necessity of a pilgrimage to the Bishenpad Temple is well known. The advantages that would flow, if the projected scheme be carried out, were shown in a brilliant speech in Urdu addressed to all the notabilities of the town present by our Government Pleader, Babu Bhup Sen Singh B. L., who has been co-operating with Mr. Halliday in the accomplishment of the noble object in view. Mr. Halliday delivered a short and lucid speech, giving a brief account of the correspondence regarding the project with the Bengal Government and the Engineering authorities, and showed the practicability of the scheme in a way very much encouraging to the gentlemen assembled. The substances of both the speeches are at hand, but as they are likely to occupy a greater space than your valuable journal can afford I reserve them for the present.

We are indeed glad that His Honor, the Lieutenant Governor, takes great interest in the proposed Railway and is most desirous of seeing the project taken in hand. But owing to financial embarrassment, His Honor cannot now apply to the Government of India for a loan for carrying out the important work, but desires enquiry as to whether the necessary capital, *i. e.* 22 *laks* of Rupees can be raised in the Districts of Gya and Patna by loans on such terms as these:—

"The shares to be Rs. 100 each, bearing interest (guaranteed by Government) of 4 per cent, per annum, payable half yearly at the Patna and Gya Treasuries. Should the net earning of any one year exceed 4 per cent on the guaranteed capital, the surplus to be equally divided between Government and the shareholders. Shares to be transferable by holders."

By mutual agreement between the Government and the subscribers, the capital so subscribed might be repaid at any time, but unless such agreement be made, the Government would hold the subscribed capital for a period of not less than ten years. At the expiration of ten years, the Government would have the option of paying off the subscribed capital at any time and taking possesstion of the branch line, one year's previous notice of such intention being given."

The profitableness of the scheme was then pointed out by Mr. Holliday and Babu Bhup Sen Singh. The very imperfect statistics of traffics and foot passengers taken through the Executive Engineer during the years 1873 and 1874 show a net profit of Rs. 9 per cent, but the correct satistics for 1874 and 1875 taken under the direction of the Magistrate show a net profit of double the amount. The guaranteed interest Rs. 4 per cent is likely to be raised to Rs. 5, as the Divisional Commissioner Mr. Bayley has suggested.

The landholders, merchants, and other gentlemen present on the occasion subscribed to the amount of about 3 laks and the several funds here available amount to about a lak. The amount subscribed may not be very encouraging but it is owing to the gentlemen present not fully appreciating the advantages and the profits that are to follow the accomplishment of the projected scheme. Moreover, many zeminders, landholders, merchants, and other gentlemen were not and could not be present at the meeting. The more the benefits are appreciated the more forward will they be. What can be a more profitable speculation than this? Five *per cent per annum* interest is guaranted by the Government, and there is prospect of net profit of Rs. 18 *per cent* half of which will be alloted to the shareholders. The money-lenders of this place are rather usuriously inclined and can no doubt lend money on very high rates of interest, but the expenses of the litigation and the not unfrequent failure in realizing the amounts are well known to them to be the chief obstacles in the way of profiting themselves. As soon as these comparative advantages are clearly and impressively pointed out to them, there is every chance of the required capital or rather that portion of it which can reasonably be expected to be borne by Gya, being subscribed. In fact, subscriptions are being raised almost daily as the people are being made to appreciate the advantages above referred to. The option reserved by the Government of paying off the subscribed capital at any time after the expiration of ten years and of taking possession of the branch line is, we are afraid, a discouraging feature in the affair, and we hope Mr. Halliday will try his best to have the option modified. We cannot but thank Mr. Halliday and Babu Bhup Sen Singh for their exertions in this cause and we wish them every god speed.

…who signs himself as "President …dress Association of Benchua"

…ith my promise I send you a copy … the third meeting of the grievance

…e Lord Lytton, Viceroy and Go-

…ship.—The members of the grie-

proach your lordship with this humble address expressive of their immense gratitude for your Lordship's kindness in preserving this institution from threatened death. Rumour was that your Lordship intended to appoint two natives of Bengal to posts reserved for members of civil service. This rumour gave rise to a debate which would have caused the untimely death of this association had not your broad views given lie to the rumour and the threatened death of the association has been averted. The members humbly presume that this association will work immense good. They have lately given their utmost consideration to the question of the employment of natives and have embodied their views in the following paras:—

1. The members are of opinion that your Lordship is quite right in not admitting the natives to the posts reserved for the members of the civil service. Lord Cornwallis most wisely shut the natives from those posts. This is a conquered country and the conquerors by right of conquest have been allowed as a matter of course a lion's share of the loaves and fishes of the state. If the natives are to hold the posts, why was the country at all conquered? The people who cannot defend their own country must not complain if those who do the same enjoy the posts of emoluments. The people are getting clamorous and they must be silenced. In the opinion of the members the best and only way of silencing them is to tell them, as is the tendency of the late utterances of public men, that they are not fit to hold the said posts.

2. Her Majesty's Government in a despatch explained the royal proclamation on the point. The explanation is to the effect that the persons who should be appointed to the posts should not only have good education, vast experience, incorruptibility, through honesty, and physical capacity but they must also possess those qualifications which have been deemed most essential for the members of the civil service. The members venture to submit that this explanation is an authority to silence all clamours, for no native can pretend to possess those qualifications which have been deemed most essential for the members of the civil service.

3. It has been suggested by some, that Government ought to employ some natives by way of experiment. The members humbly take the liberty to warn your Lordship not to yield to such suggestions. For the members are of opinion that if your Lordship once appoint some natives even as an experimental measure, the Government will not only have no reason to cancel the appointments but will be compelled to make fresh appointments in much as the natives so appointed will be quite equal to the duties of the post. The members beg to quote the instance of the native Judge of the High Court. When the appointment was first made, it was experimental. But the gentlemen who have been successively appointed, have proved themselves quite competent and what was at the beginning an experiment has become a rule and thus a lucrative berth has been taken away from Englishmen. In like manner if a native be appointed a district Judge or a district Magistrate, he will prove himself fully competent and the Government will be under the necessity not only to retain him but to appoint other natives to similar posts. Under the circumstances the best course is not to appoint the natives at all on the plea that they are not fit for such posts.

4. The members further beg to suggest that it is not prudent to appoint natives to the charge of subdivisions, for if they are fit for subdivisions why should they not be fit to take charge of a district which is at best the aggregate of three or four such subdivisions? The members are aware that the clamourers will cite the examples of Sir T. Madhova Rao, Sir Roghoonauth Rao, Sir Dinkar Rao and several other persons, and argue that when such persons have sprung up from the natives, the Government cannot with propriety say that the natives are unfit for the posts. The members are of opinion that those persons are exceptions to average native.

5. To defer the employment of natives, it has been urged that their admission to the service will cause injustice to the existing members of the service. The clamourers will answer this plea by saying why not reduce the number of yearly recruits from England or why not admit the natives in the lowest grade? The members most respectfully submit that they have most attentively considered all the points connected with this subject and have come to the conclusion that the only uuanswerable and unassailable ground to silence the natives is to tell them that they are not fit for the posts. The Right Hon'ble gentlemen who framed the royal proclamation of 1858 and the members of the House of Commons who passed the law were induced by an impulse to make the promise spontaniously without considering the difficulties which the Government of India will have to combat with, to honestly carry out the fixed policy of excluding the natives from all posts of emoluments. The members are satisfied that your lordship is quite equal to the difficulties and that the question is in safe hands.

And as in duty bound I shall ever pray.

Maharajah Holkar advertises for the building and fitting of another large Cotton Mill at Indore.

The frontier tribes of Swat, Rajour, Bunais, are trying as much as they can, to accumulate war ammunitions, and each tribe is taking a census of its population.

Atta Mahomed Khan, the British Agent to the Court of Cabul, has gone to his country, and it is rumoured that Mirza Gulam Ahmed Khan, Assistant Commissioner, will be appointed in his place and sent to Cabul. But there is a doubt of this being accepted by the Amir who once before declined to have him at his Court.

The subject of a *jehad* is said to have become the common talk of the people in Afghanistan. All are excited to join in it everywhere in that country. Besides, the Mulla Sahib of Swat is straining every nerve to infuse the spirit of a *jehad* into the minds of his followers and dependants. Not a day passes, it is stated, on which *jehad* is not preached. Many persons are, it is reported, ready to serve the Amir of Cabul as soon as they are called upon to do so.

The Peshawur Conference having failed, the *Civil and Military Gazette* says:—

War, we repeat, has become inevitable, and only for a short time does the choice of its theatre remain with us. Should we hesitate to make the mountains the scene of the contest, the mountaineers will certainly make our fertile plains their battle field. This may seem absurd to all who deem our prestige yet unbroken; nevertheless much longer hesitation on our part will ensure an irruption of a force and extent difficult to realize, but not unknown to history.

The Amir of Cabul, we read in the Lahore paper, is very busy now-a-days in making preparations for war, and it is rumoured everywhere in the Durbar, as well as in the city, that the Amir will certainly invade some place or other this year.

We are glad to find that Babu Grish Chunder Ghose will be appointed officiating Fourth Judge of the Small Cause Court in the place of Mr. McEwen. It is also in contemplation, the *Mirror* learns on reliable authority, to restore to the Natives such posts as the Chief Judge of the Small Cause Court of Krishnaghur which were formerly held by them.

Rumour ascribes the cause of Atta Mahomed Khan's departure from Peshwur to his failure in arranging the terms of peace between the British and Cabul Governments. It is said that Nur Mahomed Shah, the Prime Minister of Cabul, has failed to secure the object of his mission and that consequently he will leave for Cabul in a short time. He has already ordered camels, &c., &c., to carry his luggage back. The rest is still a mystery. The intelligence was telegraphed day before yesterday that the Cabul Envoy is dead.

It is everywhere believed that the Amir will make war, probably, by invading Khelat. The people are ready to rise at the bidding of the Amir, and the Akhund of Swat has sent his son to Cabul to further incite the people to a religious war. A Russian Agent has lately arrived with a letter from the Governor, offering money equal to that offered by the British with the addition of a guarantee of non-interference with Cabul affairs.

A correspondent from St. Petersburg writes to the *Times*:—

The present position of his Majesty the Emperor is certainly not enviable. On the one hand, he and his Cabinet are entirely averse from war, and on the other, he has pledged himself to the country to act independently if he fail at the Conference to obtain the gurantees which he has a right in demand from Turkey. This a serious difficulty and may not improbably drive Russia into a war, the expenses of which will be incalculable and the results, to say the least, doubtful. How far the clever diplomacy of General Ignatieff in making concessions in order to maintain the European concert may help to extricate the Imperial Government from the dilemma in which it now finds itself the future alone can tell; but it is evident that Russia having been once baffled in her endeavours to coerce Turkey and Europe by an *ultimatum*, followed by mobilization, the only step left to her was to preserve harmony among the Great Powers, whatever it might cost her pride and dignity to do so."

The Cabul correspondent of the *Civil and Military Gazette* writes as follows:—

After hard endeavours I have succeeded in penetrating the secret of the Durbar, why Syud Nur Khan Ahmed Shah, the Prime Minister of Cabul, Mir Akhor Ahmad Khan, one of the ministers of Afghanistan, and Nwab Atta Mahomed Khan, the British Envoy, have been sent to India. The true reason is that a letter from the British Government was received here on the 5th January, 1877, through the express dak, requesting the permission of the Amir to establish in the summer season a cantonment at Balkh, capable of containing ten thousand soldiers, as such a step would be highly conducive to the interests and advantage of Afghanistan. This letter very much displeased the Amir, who spoke to his ministers of the 'treachery of the British Government, who in the commencement of friendly relations agreed not to interfere with Afghanistan in any way. Ignoring that agreement they have entrapped Belochistan, and are intent on its subjugation. The wound of Khelat was still fresh on my heart, when they expressed a desire for the conquest of Turkistan as well.' Gholam Haider Khan, the Assistant Commander-in-Chief, was ordered to march instantly with 12,000 soldiers towards Kandahar, and to strengthen the cantonment of Shalkot. It was said that the Amir would follow shortly, having put Surdar Abdulla Khan in charge of the Government of Cabul. 'We are determined to invade Khelat belonging to Nasir Khan; for we are afraid that the English who have reached our threshold might enter Kandahar. We no longer trust the British Government. Observing this precipitancy of the Amir, the Ministers, amongst whom were Sardar Zakriyya Khan, Mustaufi Habibulla Khan, Syud Nur Ahmad Shah, Arsla Khan, Jabbar Khel, Asmatulla Khan, and Mir Akhor Ahmad Khan, &c., advised unanimously that it was foolish thus precipitately to undo a friendship with the English that had lasted for years without investigating the matter and without expostulating. On this the Amir paused a little and asked 'What should we do then?' Hearing this Surdar Zakriyya Khan, upon the advice of the rest of the Chiefs, said: "In answer to the letter of the British Government, we advise the Amir to send Syud Nur Ahmed Shah and Nawab Atta Mohamed Khan with directions to accept the dem[illegible] Government on the follo[illegible] conditions:—

1st.—That in … for the cantonment established at Khelat all … country up to Jhelum be conceded, that we mi… be enabled to keep our armies at Peshawur and Jhelum.

2nd.—That 110 millions of rupees be paid for setting up a cantonment in Turkistan, in order that the people of Afghanistan, who are hungry and starving may be prevented from disturbing the said cantonment."

Both Russia and Turkey are getting large quantities of military supplies in the United States. Russia is chiefly buying gunpowder, while Turkey gets arms and cartridges. Russia for several months has been pushing the chief American powder… to their utmost capacity, and there i… in New York a consignment … powder for i… For Turkey … despatched … within two … taking in… Winches… since … been … arm… to … le…

on full time to fill extensive foreign contracts made on behalf of Turkey, Russia, or Austria. The *Times* correspondent at St. Petersburg, writing on February 16, says :—

Russia is completing her armaments with extraordinary rapidity. Three weeks ago the Southern Army had only about 180,000 combatants, three weeks hence it will have 250,000 at least. By that time the answers will have arrived to the last Russian Circular. People here no longer hope for any encouragement, or even sanction, from any of the other Powers. The idea of drawing Austre-Hungary into the coming war has also been abandoned—in the first place, because the Cabinet of Vienna is most unwilling to depart from its attitude of neutrality, and next, because public opinion in Russia, as well as in Hungary, is strongly opposed to any such co-operation. As to the debates in the English Parliament, the Russians draw from them the conclusion that public opinion in England is too divided on the Eastern Question to make it possible for the British Government to take any decisive action. Both the Blue Books and the speeches in the House, they say, show that Englishmen are agreed only on one point—the badness of tho Tu-kish rule—and that they could only, therefore, view with approval any attempt on the part of Russia to put an end to that rule.

A correspondent sends the following to the *Vanity Fair* in connection with a new Russian gun-boat :—

I have just received some very interesting information respecting Russia's preparations for war with Turkey, which may, perhaps, account for the tardiness with which she carries out her bellicose threats. The fact is a very great secret, merely to mention which would procure any Russian subject a free pass to the extremes of Siberia. The naval authorities have been engaged for the past six weeks, night and day, in the construction of a most wonderful torpedo ship, which is the invention of a very smart American, and which, to use his own term, will be enough to 'blow all creation into the middle of next week.' I have myself seen a model of the ship, which I will endeavour to describe, although description will be very clear to non-professional readers.

The ship is like an ordinary steamer, about 200 feet long, with powerful engines well aft. About midships, on the keelson, is placed a cannon pointing towords the ship's nose or stem, on a parallel line with the keel, and about three feet from the bottom of keel. The muzzel of the cannon is carried out to a length of about eighty feet, and points out of the stem or nose of the ship about six feet below the water-line. At the point of this tube is a kind of valve, which permits the projectile to leave the tube without any ingress of water. The projectile consists of a kind of shell about twelve feet long, and one foot diameter made very pointed at the forepart, and with a clean run aft. The shell is loaded into the cannon by an ordinary breech-piece, and is then fired out through the water. As it is a well-known fact that if they depended only on the opening at the point of the gun to allow the escape of the gas, it would act just in the same manner as a bag of powder would if exploded at a ship's side six feet under water; so the main point of the invention consists in a plan which it is said will entirely obviate this danger. The tube which is joined on to the muzzle of the cannon is made, for the first half of its length, like a half tube open at the upper part with a kind of up shaft of great size, which goes up through the deck, and permits the escape of most of the gas. The projectile then escapes, and is expected to travel in a straight line at a given distance under water, and enter any ship at a distance of a mile, in her most vulnerable part just below the armour plating. The only danger is the fact that an explosion at firing must be heard, but they consider that would not be so bad as to permit the enemy to discover their position by the flash of the gun, which would rise up the shaft; but they have provided against all that by placing in the mouth of the cannon, just before the projectile, a quantity of chemicals, which will extinguish the flame the moment it issues from the muzzle.

As soon as the ship is complete, the correspondent concludes, the hours af Admiral Hobart and the entire Turkish fleet will be numbered.

Patents seem to flourish in America even more than in England. We learn from a contemporary that there were no fewer than 22,408 applications at the United States Patent Office for grants of patents in the year ended the 30th of September 1876, and the number issued in the year, including re-issues and designs, was 15 911, being 1,681 more than in the preceding year. There was also 1,029 trade-marks and 499 labels registered in the year 1875-76.

Our Finance Minister, Sir John Strachey, made the following apology before the Viceregal Council on the budget debate day :—

And now he had to make a personal confession. He was one of those people who were too much inclined to state their opinions in strong and plain language, and perhaps also he did not give due consideration to the opinions of those who happened to differ from him. He was obliged to confess that he met an illustration of this when in cold blood he read the remarks he had made [illegible] Thursday on the subject of cotton duties, considering [illegible] year ago that Lord [N]orthbrook, for whom, both in private [illegible] and on public [g]rounds, he felt the highest respect, and [illegible] of the [h]on'ble members of the Council for whom he [illegible] [sa]me feeling, had entertained and expressed opinions al[to]gether at variance with his own, he thought—to his [sh]ame he was obliged to confess—that it would have been [w]iser if he had said what he had said in less aggressive [la]nguage. And he hoped that hon'ble Members from whose opinions he had differed would accept this apology from him.

Regarding the Ashbrook divorce case the London correspondent of the *Indian Daily News* says :—

[illegible] Ashbro[ok] divorce case has been before Sir James [illegible] Lady Ashbrook's adultery with the co- [illegible] Baillie, was conclusively proved, and a [illegible] mention in connection with [illegible] Baillie, is dead, [illegible] to be dying. [illegible] Ashbrook [illegible] Greek, [illegible] orge [illegible] erti- [illegible] the [illegible]

unknown to the natives as English, and the latter part Persian, of which they were equally ignorant. In reply, the Under-Secretary expressed his surprise that so learned a gentleman as Sir George Campbell should have supposed that the little Kaiser—an Arabic word, approved of by Sir Clive Bayley and Sir William Muir as thoroughly familiar to the educated natives of India—was exclusively German. It was, as Lord George Hamilton remarked, Arabic, Persian, and Greek as well as Teutonic. Upon this Sir G. Campbell, determined to have the last word, complained that "the noble lord had not stated why the title was set out in Persian," and proceeded to say that no explanation had been given of the syllables "i-Hind." But the words of the hon. member for Kirkaldy were lost in the din of deafening shouts and laughter.

The *Pioneer* gives an interesting account of a narrow escape from a tigress :—

Mr. Dalzell, of the Revenue Survey, when marching through the Dangs, a strip of country lying under the Khandeish Ghauts, heard that a tiger or panther had killed a cow near a village. He proceeded to the spot where the "kill" lay. He found the carcase in some long *burroo* grass, and had it dragged into an open space under a tree on which he and his *shikaree* took up their position for the night. They had not been long there when they heard a rustling in the grass, and a huge beast appeared, but in the dim twilight they could not distinguish whether it was a tiger or panther. The moment the brute put his mouth to his prey, Mr. Dalzell fired. The beast give a loud roar and rushed past the tree into the long grass, and there he lay for some minutes groaning and growling. Then he was heard to again rush through the grass, and there came the noise of a heavy fall, more growls and savage groans, and all was still. Mr. Dalzell stayed upon in the tree for about an hour, and thinking by the time the animal must be dead, he shouted to the men in a village about four hundred yards off to bring lights, and when they came he got down from his perch and returned to his camp intending next morning to search for the panther. At dawn he carried out this resolution. He went with two of his *shikaress* to the village, and having got together about a dozen men he proceeded to search for the wounded animal. M. Dalzell was armed with a 10-smooth-bore, and his *shikarees* had a couple of 12-bore rifles. The grass was long, and it was only by stooping down they could see six or seven yards before them. To search for a wounded panther in long grass is rash, but in our salad days we are all more or less rash. The party searched in vain for an hour and a half, and could not find even any traces of blood. They were on the point of giving up the quest when they came across a large patch lying at the bottom of a small stony nullah. They traced the blood across the nullah and up the opposite side, and they were just about to follow it up into the long grass when they heard a deep savage growl, and a huge tigress rushed out into the open and stopped as she caught sight of her pursuers. The two *shikarees* fired, and the moment she received their shots on her right side, she charged the elder *shikaree* and knocked him down. She had no sooner done this when she caught sight of Mr. Dalzell standing about six yards off. She gave a low deep growl, and leaving the old man unhurt, went straight at Dalzell with her mouth wide open. He waited till she came within three yards of him, and then he fired into her open mouth. But it did not stop her progress. In a second he found her claw on his chin and a piece of flesh torn out of his breast by the first snap she gave him. He was thrown back-wards, but he did not lose his presence of mind. He put the stock of his gun before him. The tigress caught it in her mouth and flecked it out of his hands as if it had been a feather. He then put his left arm forward to protect his face and throat. She seized it and bit it in several places, all the time growling as a dog does when he gnaws at a bone. She dropped it for an instant, but Mr. Dalzell fearing that she would attack his face and throat, again forced his arm into her mouth. Mr. Dalzell says : "This time she gave me two bites, one above the wrist, the other below. I noticed that she was bleeding profusely from the mouth. Her position over me was one foot on my stomach, her tail towards my feet, and her enormous head just above mine. Whilst she was gnawing at the arm, I felt perfectly calm and placid, but the arm felt as if I had showed it into a red hot furnace. After dropping my arm this last time, she left me, and retreated to the spot whence she had rushed out." Mr. Dalzell was next day brought into the nearest station, and is now slowly recovering, but it will be many weary weeks before he leaves his bed. To his coolness and courage he owes his life. It is not every one who has felt the warm breath of a tigress who lives to tell the tail. The tigress was found the same afternoon lying dead near the spot where she had made her charge. Mr. Dalzell's bullet had passed through the teeth of her lower jaw, carrying away one of the fangs into the channuel of the mouth in which the tongue lies, and then into the throat below.

An agreement was finally established on Feb. 2 between the Sublime Porte and Servia on the bases indicated in previous telegrams :—

The protocol consists of three points, namely, the maintenance of the *status quo ante bullem*, the granting of an amnesty, and the evacuation of Servian territory twelve days after peace is signed. The Servian delegates will subsequently deliver to the Porte a note giving guarantees for the future. This note will deal with the four points already known, namely, the prohibition of the erection of new fortifications in Servia, the hoisting of the Ottoman flag by the side of that of Servia on the existing fortes, the recognition of the equal rights of Jews and Christans in the P[rinc]ipality, and the prevention of armed bands from crossing the frontier. A new formula admitting the vassalago of Prince Milan to the Sublime Porte will be arranged. The remaining conditions include the destruction of the fortifications of Alexinatz and the complete disarmament of Servia. The question of appointing an Ottoman agent in Belgrade and the future position of Little Zwornik are set aside.

Prince Milan will send a telegram to the Grand Vizier approving the conditions of peace as arranged with the Servian delegates. The Sublime Porte will reply, taking cogrisance of the Servian declarations, and a new fireman will be issued by the Sultan.

The *Madrasee* makes this important extract from Chesney on Indian Polity :—

So far as the mass of people is concerned, the Collector-Magistrate and his two assistants with the District Judge, represent the Government; in them are embodied all the functions of Government with which the people of any district have any practical experience. Unless the district administration be good, no amount of efficiency in the Governors and the upper grades of the public service, will avail to the British Government in India a blessing to the people. The all-important requirement in the Government of India is that the people of the country and especially the rural classes besides being lightly taxed, should have security of life and property and liberty to pursue their occupations unmolested. These conditions imply that the peace of the country should be maintained and that *the guardauns of the public should themselves be restrained from oppression.* An estimate of the merits of the British Government in India is especially hard, if not impossible, for an European to form, whether he be connected with the official class or not; for one of the worst tendencies of a vigorous and at the same time absolute Government-that namely towards oppression by the subordinate agents of the Government-is not exerted towards him. *Europeans of all classes are secure from the vexatious interference of the police or revenue officials in their private concerns.* An opinion therefore, from even an unprejudiced European observer, is inconclusive on this point; what is really desired is the criticism of the natives themsleves on their Governors.

The following is the telegraphic summary of the week :—

London, 20th March.

In the Commons this evening, Sir Stafford Northcote said the Government had not yet had time to consider the alterations made by Russia in the protocol as amended by England.

Lord George Hamilton, in replying to a question, said that no fresh arrangement had been made with the Ameer of Afghanistan.

The *Daily Telegraph* states that an engagement on the part of Russia to demobilize her forces is an absolute condition of England's signature to the protocol.

The *Times* to-day announces an agitation among the Softas at Constantinople, 3,000 of whom are armed.

London 21st, Maach.

The Queen received General Ignatieff at Windsor yesterday.

Constantinople, 20th March.

The special delegates sent by Prince Nikita to arrange peace have been instructed to waive demands of Montenegro for cession of territory except in plain of Nicksich which is still asked for.

Constantinople, March 22.

The Porte refuses to accede to the conditions proposed by Montenegro.

London, March 22.

The Cabinet requires a distinct pledge to demobilize from Russia before considering the Russian amendments to the protocol.

London, March 21.

It is generally reported that Russia refuses to make a positive engagement to demobilize, but that she promises to do so when the following conditions are fulfilled : namey, the signature of the protocol by the Powers, the disarmament of Turkey, and the conclusion of peace between the Porte and Montenegro.

In the House of Commons Lord George Hamilton declined to make any statement of the negotiations proceeding between Sir Lewis Pelly and the Amir of Kabul.

London, March 22.

In the House of Lords to-night, Lord Derby replyin to a question said that the Cabinet was still examining the text of the Russian Protocol, and the conditions under which it would be signed if signed at all.

General Ignatief has gone to Vienna.

Constantinople, March 23.

The Porte has prolonged the Armistice with Montenegro till the 12th of April.

London, March 24.

In the House of Commons, Mr. Courtney has postponed his motion for a resolution that the injustice, corruption, and cruelty of Ottoman rule have released England from any obligation at any time contracted to maintain the independence and integrity of the Ottoman Empire. A debate took place on a motion made by Mr. Fawcett in favour of bringing pressure to bear on Turkey for the better Government of her Christian subjects.

London, March 24.

It is believed that the negotiations between Russia and England have failed. Lord Beaconsfield, Mr. Gathorne Hardy, and Lord Salisbury leave town to-day for the Easter recess.

St. Petersburg, March 26.

The Russian Press accuse the British Government of leaving Russia in a choice of dishonor or war.

Constantinople, March 26.

The garrison here has been changed and replaced Syrian troops. The Softas are agirating for the recall of Midhat Pacha.

Peshawar, March 26.

Sayyad Nur Muhammad, Prime Minister of Kabul, and Envoy from the Amir, died at two o'clock this morning. His remains have been sent to Kabul to-day.

Constantinople, March 26.

The Montenegrin delegates have broken off negotiations with the Porte, and probably leave here on Saturday.

ACKNOWLEDGEMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
H. H. The Moharaja of Holkar Indore	... 17	0	0
H. H. Sivajirow Moharaj, Indore	... 17	0	0
H. H. Yeshunt row Moharaj, Indore	... 17	0	0
Minister to H. H. the Moharaja of Holkar Indore	... 17	0	0
Secry., R. Room and Library Chaterpore	... 5	0	0
N. Krishna Rao Esqr., Sidhout	... 5	0	0
Secry, Reading Room Chitterpore, Gunjam Dist.	... 5	0	0
C. R Moonoosawmy Esqr., Hydrabad Deccan	... 2	8	0
Secry., Public Library Deesa, Hydrabad Deccan	... 5	0	0
Kassiram Ambalal Esqr., Balsar station	... 5	0	0
W. Moony Rathna Iyer Esqr., Wallajamug[ur]	...	...	
North Arcot District	... 2	8	0
S. Govindo Row Esqr., Aspree	... 5	0	0
M. Candasawmy Esqr., Coimbatore	... 5	0	0
Narayan Jagannath Bhide Esqr., Poona	... 5	0	0
S. Vencataram Sustri Esqr., Combaconam	... 5	0	0
Vinayak Morarji Esqr., Bombay	.. 10	0	0
Secry., Reading Room Virdachellum	5	0	[illegible]
A. Rajagopal Pillay Esqr., Mortakka			
Annandarao Sakharam Bawi Esqr., Ind[ore]			
Gunesh Narayan Esqr., Sural			
Ukarji Sorabji Esqr. Pardi			
Acvenoogapaul Pillay Esqr.. Khandwa			

☞ *Printed and publishe[d]* [illegible]
Ananda Chatterjee's Lane, Bag[illegible]

...শান ধনী। এদেশের যেরূপ ...র যে অর্থের নিমিত্ত তাঁহার ...ং কার্য্য গতিকে অনেকে এই ঋণ ... হইয়া উচ্ছিন্ন যান তাহার কোন ভুল নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের যদি কোন কলঙ্ক থাকে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধনবান হইয়া এরূপ নিরহঙ্কারী, সদালাপী, দেশহিতৈষী অতি অল্প লোক দেখা যায়। রায় লছমিপৎ ও রায় ধনপৎ যদি ইংরাজি জানিতেন এবং কলিকাতার সমজে মিশ্রিত হইতেন তাহা হইলে ...হাদের যেরূপ সমুদয় অসাধারণ গুণ ও অতুল্য ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে ইঁহারা এত দিন দেশের মধ্যে উচ্চ পদস্থ লোক হইয়া উঠিতেন। গবর্ণমেণ্ট এবার এই দুই ভ্রাতাকে কোন রূপ যোগ্য উপাধি প্রদান না করিয়া দেশের লোককে কেবল ক্ষুণ্ন করেন নাই, দেশের ক্ষতিও করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতি অবহেলা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সদনুষ্ঠানের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছেন।

কাবুল লইয়া ইংরেজেরা প্রকৃতই কিছু বিপদে পড়িয়াছেন। আমীর যে দূত প্রেরণ করেন তাহাকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অনেক যত্ন করেন এবং কাহার২ বিশ্বাস যে তাঁহাকে তাঁহারা এক রূপ বাধ্য করিয়া ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কাবুল দূতের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চিকিৎসার নিমিত্ত অনেক গুলি ইংরেজী ডাক্তার নিযুক্ত হন এবং আমীর ইহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া কয়েকজন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক প্রেরণ করেন। কিন্তু সকলকারই যত্ন বিফল হইল। কাবুল দূত নুর মাহাম্মদ, আমীরের এক জন বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শুনা যায় তিনি এক জন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমীর অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িবেন সন্দেহ নাই। ইংরেজদের মনে আশঙ্কা হইয়াছে পাছে এই দুর্ঘটনায় আমীর তাহাদের উপর চটিয়া যান। ফল তাঁহার চটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। তিনি ইংরাজদিগকে কখনই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জানেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যে, সুবিধা পাইলে ইংরাজেরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটি করিবেন না। এমন অবস্থায় তাঁহার এক জন প্রিয়পাত্রের ইংরাজ রাজ্যে মৃত্যু হওয়ার পূর্ব্বেকার মনোভাব যে আরোর তিক্ত হইয়া উঠিবে তাহার বিচিত্র নাই। ইংরেজেরা আমীরকে ঠাণ্ডা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা নূর মাহাম্মদের মৃত দেহ অতি যত্নে কাবুলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মানার্থে পেশোয়ারের সমস্ত দেওয়ানী আদালত এক দিনের জন্যে বন্ধ করেন। অপর আফ্রিদিদের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত ইংরেজদের সম্পূর্ণ সখ্য ভাব স্থাপিত হয় নাই। ইহারা খোয়াত পাস দিয়া ইংরাজদিগকে গমনাগমন করিতে দিতে চায়। কিন্তু সে দিবস পাঞ্জাব লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের সেক্রেটারী যেমনি এই পথ দিয়া গমন করিতেছেন অমনি এক জন আফ্রিদি তাঁহাকে গুলি করে।

গত সপ্তাহে রুশ রাজদূত ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। মহারানী বিক্টরিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেন। তিনি ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ... প্রস্তাব করেন। ইংরাজেরা অন্যান্য ইউরোপী... মেণ্টের সহিত যোগ দিয়া তুর্কির সুলতানে... কনষ্টাণ্টিনোপেলের কন্‌ফারেন্সে অর্থাৎ ... দূতগণ যাহা সাব্যস্ত করেন তাহা ... গ্রহণ করুন। ইংলণ্ড ও ইউ... যদি তুর্কির সুলত...

সাফটা মুসলমান অস্ত্র শস্ত্র সহ সুসজ্জিত হইয়াছে। তাহারা মিধাত পাসাকে পুনরায় দেশে আনায়ন করার যত্ন করিতেছে।

এই রূপ রাষ্ট্র যে, নেপাল রাজ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। নেপালের রাজা সাক্ষি গোপাল, সার জং বাহাদুর রাজ্যের প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন, এবং তাঁহার স্থলে যিনি অভিষিক্ত হইবেন তিনিই প্রকৃত রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন। জং বাহাদুরের মৃত্যুর পর রণধীর সিংহ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। জং বাহাদুরের পুত্র ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার খুল্লতাতের সঙ্গে বিবাদের আয়োজন করিতেছেন। এরূপ আত্ম কলহ উপস্থিত হইলে নেপাল ধ্বংশ হইবে। ভারতবর্ষের সমুদয় দেশ এই রূপ আত্মকলহে পরাধীন হইয়াছে। এরূপ আত্মকলহ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা নেপালে প্রবেশ করিবেন এবং এরূপ সুযোগ পাইয়া ইংরাজেরা কেন, বোধ হয় এদেশীয়দিগের ন্যায় অপরিণামদর্শী রাজ নীতিজ্ঞরাও স্বার্থ সাধনে উপেক্ষা করেন না।

গত কল্যকার কলিকাতা গেজেট পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে হ্যাঙ্কি সাহেব ছুটি লওয়ায় মনরো সাহেব তাঁহার স্থানে পুলিশ ইনেস্পেক্টর জেনারেল হইলেন। টাউয়ার্স সাহেব মনরো সাহেবের স্থলে নদিয়ার জজ নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সার্টক্লিফ সাহেব আগামী ৩০শে এপ্রেল বিলাত গমন করিবেন এবং ক্রফট সাহেব ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবেন। দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরের প্রিন্সিপাল পদে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত নিযুক্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

কুচ বিহারের অন্তঃর্গত গৌরীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্য করিয়া যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ প্রকরণ আমা দ্বারা প্রকাশ করত বিনা মূল্যে দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রাহকগণকে প্রত্যেক খণ্ডে /০ আনা করিয়া ডাক মাশুল মাত্র দিতে হইবে।- প্রার্থিগণ আপাততঃ ১৬ খণ্ডের ডাক মাসুলের সহিত সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন। কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে আদ্ আনা ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন।

আহীরিটোলা ষ্ট্রীট
হরচোলের লেন
২১ নং কলিকাতা

শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশক।

IN THE PRESS

The Tripple number of the *National Magazine* containing among other papers the memoirs of the Honbl'e Ashly Eden C. S. I. Lieutenant Governor of Bengal. Single copy with Postage. ... ... 3 Rs. 8 As.

Also the Memoir to be separately published, cloth bound with *Photograph* to subscribers payable in advance Rs. 2 As. 8

Non. Subscribers
Postage for a single...
Apply to the...
Kally...

ও সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

সংবাদ।

—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মনোবাদ হওয়ায় কাবুলের যে সকল লোক ইংরেজ রাজ্যে আছে তাহাদিগকে স্বদেশে লইবার জন্য কাবুলের আমীর কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। যাবৎ এই মনোবাদ থাকে তাবৎ ইংরেজ রাজ্যে কাবুলবাসীদিগের বাস করা আমীরের অভিপ্রেত নহে। হেরাটে যুদ্ধ সজ্জা ও সৈন্য সংগ্রহের বড় ধুম ধাম হইতেছে। সৈন্যদিগকে প্রত্যহ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ও তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিবার জন্য তথাকার গবর্ণর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাবুলে যে২ স্থান দিয়া প্রবেশ করা যায় তথায় সৈন্য ও কামান রক্ষিত হইতেছে। কামান ও বারুদের কারখানায় রাত্রি দিবা কাজ চলিতেছে। এমন কি বালকদিগকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। এক জন ইউরোপীয় ও এক জন হিন্দুস্থানী আমীরের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহারা কামান সম্বন্ধীয় কার্য্যে বড় পটু। ইহারা দুই জনে শত শত এন্‌ফিল্‌ডের নকল রাইফল ও কএকটি কামান প্রস্তুত করিয়াছে। নিজ কাবুল সহরে ২১০০০ সৈন্য আছে। তদ্বাদে সহস্র২ ব্যক্তিকে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন করিয়া যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কান্দাহারে ৮০০০ ও কুরামে ৬০০০ সৈন্য আছে। কুরামের শাসন কর্ত্তাদিগের বিশ্বাস যে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহারা সম্ভবত কুরম দিয়া কাবুলে প্রবেশ করিবে। কারণ ঐ স্থান লইয়া পূর্ব্ব হইতে ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ আছে। ইংরাজেরা বলেন যে কুরামের কিয়দংশ তাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু কাবুল গবর্ণমেণ্ট বলেন যে তথাকার প্রজাদিগের বিক্রয়ের অধিকার নাই। কুরামবাসীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ইংরেজদিগের সৈন্য থল নামক স্থানে আছে। খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে একটী ঘোর সংগ্রাম বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। মুসলমান মাত্রেই এই ধর্ম্মযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

—গত কল্যকার গেজেটে চট্টগ্রামের ঝড়ের বিবরণ এই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তুফানে ২৮৫৭ জন মরিয়াছে। যে সকল গ্রামে তুফান হয় নাই তথায় ঝড়ে ৪৪ জন মরিয়াছে। ওলাউঠায় ৭৩৯৯ জন মরিয়াছে। চট্টগ্রামের উত্তর দিকে ও সমুদ্র পার্শ্বস্থ স্থান সকলে কেবল ঝড় ও তুফান হইয়াছিল। নোয়াখালীতে অক্টবর মাস পর্য্যন্ত ঝড়ে ও বন্যায় ৪৩,৫৪৪ জন এবং ওলাউঠায় জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ৩০,২৬৩ জন মরিয়াছে। দ্বীপ সকলে ৩৪,৭০৮ জন ডুবিয়া ও ৭,১৪৩ জন ওলাউঠায় মরিয়াছে। চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জে মোট ১০০,০০০ লোক ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রথমে ইহার দ্বিগুণ অনুমান করা হইয়া ছিল, কিন্তু এক্ষণ বিশেষ তদন্ত দ্বারা এইটী ঠিক করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম করিয়া খানা... করা এক্ষণ দুঃসাধ্য; কারণ লোকে... অত্যন্ত শোচনী...

তাঁহাদিগের কার্য্যালয়ে আসিয়া পারসীয়া নামক জাহাজে আরোহণ হইয়া যাইবার জন্য ২৫০ টাকা ভাড়া দেয় এবং আগরা ব্যাঙ্কের উপর জর্জ হাইকোর্টের অনুকূলে ৩২১৬টাকার এক চেক দেয়। আগরা ব্যাঙ্ক উক্ত চেক অমান্য করায় প্রোক্ত কোম্পানি জনষ্টনকে উহা ফেরৎ দেন। ইনেসপেক্টর ভিক্কাজি, ম্যাডেল কোম্পানির বাটী গিয়া জানিলেন যে লরেন্‌স্ গ্রেসেন্‌ওয়ের বর্ণনার সহিত জনষ্টনের শারীরিক বর্ণনার মিল হইয়াছে। ইনেস্পেক্টর অনেক তদন্তের পর উক্ত জালিয়াতকে সুমাত্রা জাহাজে ধৃত করেন। তথায় সে উইল্‌কক্‌স্ নামে পরিচিত হয়। গ্রেসেন্‌ওয়ে স্বীকার করে যে সে ১২০০০ টাকা জাল করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি এক্ষণে পুলিসের জেম্বায় আছে। ইহার বয়স ২১ বৎসর। ইহার পিতা নাকি সাহিত্যের অধ্যাপক।

—ত্রিপুরা পত্রিকা লিখিয়াছেন, "ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধীয় নিয়মের ব্যভিচার জনিত বঙ্গ দেশের যত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তন্মধ্যে "ইজারারীতি" একটি প্রবল ও পরিষ্কার উদাহরণ। ত্রিপুরা জিলায় "ইজারারীতির" বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়, প্রধান জমিদার হইতে সামান্য তালুকদার পর্য্যন্ত স্ব স্ব ভূমি ইজারা দিয়া থাকেন। এমন কি ইজারাদারগণ আপন আপন কিয়ৎকালিক স্ব স্ব দর ইজারা, কট ইজারা প্রভৃতি সংজ্ঞার অন্যের উপরে ভারার্পণ করেন। ইজারা রীতির অনুসরণ করিয়া ভূম্যধিকারীগণ প্রজা শাসনের পরিশ্রম হইতে মুক্তি লাভ ও ইজারাদার হইতে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করেন বটে, কিন্তু এতদ্দারা প্রজা বর্গের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহাও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইজারা রীতিতে যে সকল অহিত সমুৎপাদিত হয় তাহা ক্রমে লিখিত হইল।

১। ইজারাদারগণ অল্প কালের নিমিত্ত ভূমির স্বত্ববান হওয়ায় ভূমির কোন প্রকার উন্নতি সাধনে যত্ন বা প্রজাগণের প্রতি কোন স্নেহ প্রদর্শন করেন না, পক্ষান্তরে প্রজাগণেরও সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধার ত্রুটী লক্ষিত হয় অপ্রিয় সংযোগে কদাপি সুফল সম্পন্ন হয় না। সুতরাং উভয় মধ্যে এরূপ বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয় যে এক পক্ষের সর্ব্বস্বান্তে বা নির্য্যাতন বারি সিক্তিত না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। ত্রিপুরা জেলায় রাজস্ব ও ফৌজদারি সংক্রান্ত যে সমুদায় মকদ্দমা হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইজারদার ও প্রজাদিগের দ্বারা হইয়া থাকে।

২। একে ইজারাদারগণ সুদ্ধ লাভের জন্যে ইজারা লইয়া থাকেন। তাহাতে আবার ইজারা লওয়ার সময় ভূম্যাধিকারিদিগকে সেলামী দিতে হয়। অবস্থা বিশেষে কোন মহালের জন্যে ২। ৩ জন প্রার্থী হইলে পরস্পর প্রতিযোগিতা বশতঃ নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অধিকও দিতে স্বীকার করিতে হয়। এতন্নিবন্ধন ইজারাদারগণ এক প্রকার বাধ্য হইয়াই প্রজাগণ হইতে অতিরিক্ত কর লইতে ও তাহা দিতে অস্বীকার হইলে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এমত শুনা গিয়াছে যে বহুকা- [illegible] ইজারদারদিগের অধীনতায় থাকায় কোন কোন [illegible] জন শূন্য হইয়াছে, ভূম্যাধি- [illegible]

ল্যাঙ্কাষ্টারের রাজস্ব পান। উক্ত রাজস্ব ১৮৭৫ সালে ৬৮২৭৩০ টাকা আদায় হয়। রাজ পরিবারের মধ্যে ডিউক অব এডিনবর বাৎসরিক ২৫০০০০ টাকা, ডিউক অব কনট ১৫০০০০ টাকা, প্রিন্স লিওপোল্‌ড ৮০০০০ টাকা, প্রিন্সেস ফ্রেড্রিক উইল্‌হেম ৮০০০০ টাকা, প্রিন্সেস লডিগ ৬০০০০, প্রিন্সেস ক্রিষ্টিয়ানা ৬০০০০ টাকা, প্রিন্সেস লোসী ৬০০০০ টাকা, ডচেশ্‌ অব কেম্ব্রিজ ৬০০০০ টাকা, মেক্লেন বর্গের গ্রাণ্ড্‌ ডচেশ্‌ ৩০০০০ টাকা, প্রিন্সেস টেক্‌ ৫০০০০ টাকা ও ডিউক জর্জ ১২০০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। প্রিন্স অব ওএলস বাৎসরিক নগত ৪০০০০০ টাকা ও কর্ণয়ালের মুনফা ৫৩৪০৩০ টাকা মোট ৯৩৪০৩০ টাকা পান।

—ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড ও আয়রলণ্ডের জন সংখ্যা মোট ৩১,৬২৮,৩৩৮। তদ্ভিন্ন বিদেশে অনুমান ২২৯,০০০ জন বাস করে। পুরুষের সংখ্যা ১৫,৩৬৫১২৫ ও স্ত্রীর সংখ্যা ১৬,২৬০,২১৩ অর্থাৎ পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা ৮৯২,০৮৮ বেশী।

—গত বর্ষে গ্রেট ব্রিটনের মোট আয় ৭৭১৩১৬৯৩০ টাকা ও ব্যয় ৮০৮৭১৭৭১০ টাকা হইয়াছে। খরচ ৩৭৪০০৭৯০ টাকা বেশী হইয়াছে। তহবীলে ৫১১৯১৮৭০ টাকা মজুদ আছে।

—ইংলণ্ডে ভিন্ন দেশ হইতে প্রধানতঃ শস্য, গম, তুলা, উল, চিনি, কাষ্ট ও চা আমদানি হয়। ইংলণ্ড হইতে প্রধানতঃ তুলার প্রস্তুতীয় দ্রব্য, উলের তৈয়ারি জিনিস, লৌহ ও ইস্পাত, অন্যান্য কাপড়, কয়লা, জ্বালানী কাষ্ট ও কল ভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। ইহার মধ্যে কাপড় ও উলের ব্যবসায় সর্ব্ব প্রধান। আমাদিগের দেশ হইতে পাট, তুলা ও ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। তথা হইতে কাপড় প্রস্তুত হইয়া আসিলে সেই কাপড আমরা পরিধান করি। ইহাতে আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। দেশের সমস্ত অর্থ বিলাতে যাইতেছে ও দেশীয় তাঁতীদের অন্ন একেবারে গিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে উত্তম২ বস্ত্র বুনান করিয়া পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন উত্তম রূপে চালাইত, তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের উদর চালাইবার কোন উপায় নাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে গুটী কয়েক সুতা ও কাপড়ের কল দেশীয়দিগের দ্বারা খোলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে যদি দুই চারিটি করিয়া কল থাকিত তবে ম্যাঞ্চেষ্টারের গ্রাস হইতে আমরা অনেকটা রক্ষা পাইতাম।

—বিশ্ব সুহৃদ বলেনঃ "বর্দ্ধমানের মহারাজের সম্মানার্থে গবর্ণমেণ্ট ১৩টি তোপের ব্যবস্থা করাতে হিন্দুপেট্রিয়ট ঈর্ষায় অধীর হইয়াছেন। তিনি বলেন, বর্দ্ধমানের মহারাজের তাদৃশ সম্মান হওয়াতে অন্যান্য জমিদারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বঙ্গ দেশের জমিদারদিগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজের তুল্য ধনে মানে কয় জন জমিদার আছেন? নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা না হইলে এরূপ তুলনা আইসে না। হিন্দুপেট্রিয়টের অনেক কথাতে এবং কার্য্যে যে নীচাশয়তা প্রকাশ পায়, তাহার সন্দেহ কি? এই সংবাদপত্র আপনাকে বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বলিয়া অহঙ্কার করেন, কিন্তু তাহ কোন মতেই সঙ্গত [illegible] হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সময়ে বরং এ কথা [illegible] পেট্রিয়ট এক্ষণ ব্যক্তি বা [illegible] ভারত সংস্কার [illegible]

করিয়া আপনার নীচতা প্রকা[illegible]

—হিন্দুহিতৈষিণী "বাঙ্গা[illegible] শির্ষক একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন [illegible] নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি গ্রহণ [illegible] পূর্ব্বেও বাঙ্গালী হাকিম দেখিয়াছি, কিন্তু তাহ[illegible] কোন রোগাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হাকিম মাত্রকেই সন্নিপাতগ্রস্থ বোধ হইতেছে। ইংরেজ হাকিম আর বাঙ্গালী হাকিমদিগের তুলনা করিয়া দেখ ইংরেজগণ জেলার জজ কমিসনর হইলেও তাঁহাদের স্বজাতি কোন অতি নিম্নপদস্থ অথবা কোন এতদ্দেশীয় লোকের ভৃত্যের সহিত পদগৌরবে অন্ধ হইয়া সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ কো[illegible] আচরণ করেন না, উহা করা যে নিতান্ত গর্হনীয় কার্য্য, তাহাই তাঁহাদের সংস্কার। অনেকে মনে করিতে পারেন, তাহাদের জাতিভেদ না থাকা প্রযুক্ত তাদৃশ ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, হাকিম কি কোন জাতি বিশেষ? না কোন সমাজ বা জাতি বিশেষের সামান্য এক ব্যক্তি? বাঙ্গালী হাকিমেরা এক্ষণ এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা পদগৌরবে অন্ধ হইয়া কোন২ সময়ে পিতৃতুল্য-পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণকে ভৃত্যের ন্যায় সম্ভাষণাদি করিয়া আপনাকে সমধিক সম্মানিত মনে করেন। হাকিমের পিতা হয়ত কোন জমিদারের পাটোয়ার ছিলেন, কিন্তু এক্ষণ তিনি জমিদারের প্রতিও সদ্ব্যবহার করা উচিত বোধ করেন না। "তুমি" ব্যতীত "আপনি" বলিতে আত্মগ্লানি আসিয়া আক্রমণ করে। তাঁহারা গৃহে থাকিলেও সমাজের সম্মানিত ব্যক্তির সহিত সমুচিত ব্যবহার করেন না, সেই হারে ভদ্র অধীনবর্গের প্রতি কিরূপ সদ্ব্যবহার করিবার সম্ভব তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রয়োজন নাই, অনেক হাকিম পিতাকে পর্য্যন্ত যথোচিত সম্মান করেন না, নূতন সভ্যতার দায়ে ঠেকিলে বরং অতি নীচাশয়তা প্রকাশ করেন, তাহাতে ধর্ম্ম হানির ভয় রাখেন না।"

—আমাদের সহযোগী উক্ত প্রস্তাবটি এই রূপে শেষ করিয়াছেনঃ—"চাকুরি কয় দিনের জন্য? তুমি বাঙ্গালী হাকিম! তোমার পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সকলেইত বাঙ্গালী, তবে তুমি হাকিম ভিন্ন অপরকে অসম্মান কর কেন? তোমাদের গুরুদেবেরা ত কখনই এরূপ উপদেশ প্রদান বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই, তবে তোমরা এই অভিনব ব্যবহার কোথায় শিখিলে? তুমি হাকিম, তোমাকে সকলেই যথোচিত সম্মান করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তোমার কি সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে? তুমি যে তোমার স্বজাতীয় লোককে ঘৃণা করিয়া অধঃপাতে যাইতেছ, তাহাতে অধিক ক্ষতি হয় না, কিন্তু সমাজে যে অনৈক্য ঘটাইতেছ, ইহাই সমধিক ক্ষতি ও আক্ষেপের বিষয়। তোমার পিতা উকিলী বা মোক্তারি করিয়া তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অথবা তুমি যেস্থান হইতে আসিয়াছ তত্তৎ শ্রেণী বা স্থানীয় লোকদিগকে অপমান করাতে তোমার সম্মান কি রূপে বৃদ্ধি হইতে পারে চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি ভদ্র সাক্ষীদিগকে অপমান কর, কষ্ট দেও, কিন্তু মনে করিয়া দেখ, তোমার পিতা, ভ্রাতাও অপর হাকিমের নিকট যাইয়া এতদ্রূপ অপমানিত হওয়া [illegible]বপর। তুমি সব জজ, ছোট আদালতের জজ [illegible] মাজিষ্ট্রেট কি মুন্সেফ হও, বাঙ্গালী সমাজ পরি- [illegible] কি এক দণ্ড অবস্থান করিতে পার? তবে [illegible] অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া দুর্ব্বল হইতেছ [illegible] যথোচিত সম্মান রক্ষা করিলে যে তোমার [illegible] এই কুসংস্কারে কি তুমি অন্ধ হই- [illegible]রেন, তাঁহারা তোমা[illegible]

দুরবস্থা তাহাতে অনে...

দ্বারস্থ হইতে হয় এব... পারিস নগরে ৭৫৪ খানি সংবাদ প...শে আবদ্ধ ..৯ অব্দে ৮৫৬ খানি হইয়াছে, তাহার মাঝ... খানি রাজনীতি সম্বন্ধীয় দৈনিক পত্র ; সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকার মধ্যে ৮৫ খান রাজস্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধে, ৭৪ খান ভ্রমণ ইত্যাদি সম্বন্ধে, ৭৪ খান চিকিৎসা সম্বন্ধে, ৬৮ খান পরিচ্ছদ ও বাবুগিরি সম্বন্ধে, ৬৬ খান জুরিসপ্রুডেন্স অর্থাৎ বিচারশাস্ত্র সম্বন্ধে, ৫৪ খান সচিত্র, ৫২ খান সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে, ৪৯ খান ধর্ম্ম সম্বন্ধে, ৪৩ খান বিজ্ঞান সম্বন্ধে, ৩১ খান কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, ২২ খান যুদ্ধ ও সামুদ্রিক ব্যাপার সম্বন্ধে, ২০ খান ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে, ২০ খান শিক্ষা সম্বন্ধে, ১৬ খান শিকার সম্বন্ধে, ৯ খান গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে, ৭ খান নাট্যশালা সম্বন্ধে, ৪ খান পৌরাণিক, ৩ খান ফটগ্রাফি ও ১৭ খান বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে। ইহা ছাড়া ১৪ খান সমালোচনা পত্র আছে।

—হোয়াইট হল রিভিউ বলেন যে লর্ড লিটন এই বৎসরের শেষের পূর্ব্বেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, তাহার কারণ এই যে মন্ত্রীদিগের কার্য্য প্রণালী তাঁহার মনোনীত নহে। তিনি যে নিয়মে কার্য্য করিতে চাহেন মন্ত্রীগণ তাহা গ্রাহ্য করেন না। যে কাজ ৫ মিনিটে নিবারণ হইতে পারে তাহা বৎসরের মধ্যেও হয় না, কারণ মন্ত্রীগণ অতি সামান্য বিষয়েও সুদীর্ঘ মিনিট লিখিতে ভাল বাসেন। মিনিট লেখা মন্ত্রীদিগের দোষ কি গুণ তাহা মতামত সাপেক্ষ, কিন্তু লর্ড লিটন যে কর্ম্মত্যাগ করিবেন এটি নিতান্ত ভ্রম।

—রুশীয়ার রাজধানী সেন্টপিটর্সবর্গে শীঘ্র এক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্র বাহির হইবে। তথায় অন্য ইংরাজী পত্র নাই। কনষ্টান্টিনোপলে অনেক আছে।

—কম্যাণ্ডার কামিরণের আফ্রিকা ভ্রমণ পাঠে আফ্রিকাবাসীদিগের অনেক গুলি কৌতুকজনক রীতি নীতি জানা যায়। এক জন তাহার স্ত্রীকে প্রহার করায় স্ত্রীটী দৌড়াইয়া গিয়া ইষা অর্থাৎ যে ব্যক্তি তরজমা করিয়া বুঝাইয়া দেয় তাহার পাকড়িতে একটি গ্রন্থি দিল, তাহার অর্থ এই যে স্ত্রীটী তাহার স্বামীর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী আসিয়া তাহার স্ত্রীকে দাবী করিল, কিন্তু একটী বলদ ও তিনটী ছাগোল তাহাকে জরিমানা দিতে হইল এবং প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে সে আর কখন স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে না। এক জন ক্রীতদাস এই রূপে প্রভু পরিবর্ত্তন করিতে পারে অর্থাৎ যাহাকে নূতন প্রভু বলিয়া সে মনোনীত করে তাহার এক খানি ধনু কিম্বা বল্লম সে ভাঙ্গিবে ও নূতন প্রভুর বস্ত্রের কোন অংশে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিবে। এই রূপ করিলে তাহার সাবেক মনীব তাহার পূরা মূল্য না দিলেও ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করার প্রতিজ্ঞা না করিলে তাহাকে খালাস করিতে পারে না।

—বাঙ্গালার নবাব নাজীমের কার্য্য কি রূপ চলিতেছে তাহা অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনারগণ যে রিপোর্ট করেন তন্মধ্যে তাহারা ভ্যানিটী ফেয়ার নামক বিখ্যাত ইংলণ্ডস্থ সংবাদ পত্রের সম্পাদককে নবাবের নিকট হইতে ১৪০০ টাকা উৎকোচ লওয়ার দোষারোপ করেন। সম্পাদক বায়েলস্ সাহেব বলিতেছেন উক্ত বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অথবা যে কমিশনার দিগের মত উক্ত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন সেই কমিশনারদিগকে তিনি এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন যে, লণ্ডনের ...বর কার্য্য ... প্রাপ্ত সলিসিটরগণ ... তন্মধ্য ... েন। ... র ... ওয়া ... মিনার ... বিবর, ... চিত।

ষ্টেট সেক্রেটারির পার্লিমেণ্টে কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। কি জন্য তিনি ইংরাজী সংবাদ পত্রের গৌরবের হানী জনক মিথ্যা বিবরণ প্রচারিত হওয়া অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত সংবাদ পত্র অবশেষে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বায়েলস্ সাহেবের বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহার প্রতিকার যদি গবর্ণমেণ্ট না করেন তবে সমস্ত সংবাদ পত্র একত্রিত হইয়া তাঁহার সাহায্য করা উচিত। যে সকল সম্পাদকগণ নবাব নাজীমের নিকট হইতে প্রকৃত পক্ষে ঘুশ লইয়াছিলেন তাঁহারা এ কথায় কি বলেন? আমাদিগকে ইংরাজেরা মিথ্যাবাদী, জালিয়াত, ঘুশখোর ইত্যাদি বলিয়া ঘৃণা ও অবিশ্বাস করেন; কিন্তু আমরা ইংরাজদিগকে কোন শক্তির অবতার বলিয়া পূজা করিব?

—জাহাজ প্রস্তুত ও সামুদ্রিক বিদ্যা শিখিবার জন্য আর ৩০ জন ছাত্র চীন দেশ হইতে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে।

—আমেরিকায় সুরাপান দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। পিটস্‌বর্গ নামক স্থানে মার্কি সাহেবের প্রযত্নে দিন দিন সহস্র সহস্র ব্যক্তি মাদক সেবা ত্যাগ করিতেছে। আমাদিগের দেশের বাবুদের এইটি হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য।

—আফ্রিদিগণ কোহাত ছাড়িয়া দেওয়ায় ইংরাজেরা উক্ত পার্ব্বতীয় পথের উপরে দুর্গ প্রস্তুত করার মনস্থ করিয়াছেন।

—শুনা যাইতেছে যে কেনিডী সাহেবের স্থানে ম্যাক্রী সাহেব ষ্টাণ্ডিং কৌনসেল হইবেন। মেক্রী সাহেব না আইসা পর্য্যন্ত বেল সাহেব উক্ত কাজ করিবেন।

—২২ এ তারিখে সার ডেভিস কোহাটে আগমন করিবেন। অবরোধের পর ইংরাজদিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে উক্ত পার্ব্বতীয় পথ দিয়া গমন করিবেন।

—এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মক্কা হইতে সংপ্রতি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে মক্কাবাসীগণ তুর্কির সাহায্যার্থে যুদ্ধ সজ্জার বড় ধুমধাম করিতেছে।

—জাপানবাসীগণ কাগজ দ্বারা নানাবিধ ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু কাগজের রেলওয়ের গাড়ীর চাকার কথা তাহারা স্বপ্নেও জানে না। সংপ্রতি ইংলণ্ডের সেফীলড নামক স্থানে কাগজ দ্বারা রেলের গাড়ির চাকা প্রস্তুত হইতেছে এবং ইংলণ্ডের অনেক রেলওয়ে কোম্পানি তাহা ব্যবহার করিতেছেন।

—শুনা যাইতেছে যে মহারাজা হলকার যশোহর ও বাখরগঞ্জের অন্তঃপাতী মোরেলগঞ্জ নামক সম্পত্তি ক্রয় করিবেন।

—আগামী মে মাসে উত্তর বাঙ্গলার রেলওয়ে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত খুলিবে। তথা হইতে দারজিলিং পর্য্যন্ত রেলওয়ে অদ্যাপি মঞ্জুর হয় নাই।

—কাছাড় চার উদ্যান প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক জন দেশীয় ভদ্র লোক একটী কোম্পানি খুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মূলধন এক লক্ষ টাকা। এদেশীয় ভিন্ন আর কেহ তাহার অংশ পাইবে না।

—গত ২৬ মার্চ্চ কাবুলের আমীরের প্রধান মন্ত্রী সৈদ নূর মাহাম্মদ, মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি পেশোয়ারে কাবুলের দূত হইয়া আসিয়াছিলেন।

—খাশিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের কমিশনারের আদালতের মোকদ্দমা হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে কি না তাহা গত ২৬এ মার্চ তারিখে হাইকোর্টের পূর্ণাধিবেশনে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২২ আইন দ্বারা আসাম আইন বহির্ভূত দেশ হইয়াছে কি না, সুতরাং আসামের কমিশনারের আদালত হাইকোর্টের অধীন না হইয়া উক্ত আইনানুসারে স্বাধীন কি না ইহাই বিচার্য্য। খাসিয়া পাহাড়ের কমিশনারের বিচারের বিরুদ্ধে এক জন হাইকোর্টে আপীল করে। গবর্ণমেণ্ট বলেন হাইকোর্টের উক্ত আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই। অধিকাংশ জজের মতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে ২২ আইন দ্বারা হাইকোর্টের আপীল শুনার ক্ষমতা লোপ হয় নাই, কিন্তু ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে মত ভেদ হওয়ায় প্রধান বিচারপতি উহ প্রিবিকৌনসলের বিচার জন্য প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

—কলিকাতার সন্নিহিত পল্লী সমূহে গত ফেব্রুয়ারি মাসের মৃত্যু সংখ্যা ১০০৩। তন্মধ্যে ১৬ জন খৃষ্টান, ৬১০ জন হিন্দু ও ৩৭৭ জন মুসলমান (ইহার মধ্যে ১২২ জন জেল ও হাসপাতালের)। প্রতি হাজারে ৪৬·৮৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। যে যে কারণে মৃত্যু হইয়াছে তন্মধ্যে ওলাউঠা, জ্বর ও উদরপীড়া বলবৎ।

—আগামী ৪ঠা এপ্রেল তারিখে গবর্ণর জেনেরল লক্ষ্ণৌ নগরে দরবার করিবেন। তথায় প্রথমে তালুকদারদিগকে, তৎপরে ভূত পূর্ব্ব নবাবের পরিবারের লোকদিগকে ও তৎপরে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র২ দরবার হইবে। দরবারের পররাত্রে তালুকদারগণ লর্ড লীটনকে কৈসুরবাগে অভ্যর্থনা করিবেন। তথায় প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইবেন। ৫ই এপ্রিল অপরাহ্নে গবর্ণর জেনেরল নৈনিতাল যাত্রা করিবেন।

—বাঙ্গলার পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল গ্রিবল সাহেব এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদায় লইয়া যাইতেছেন। মেঃ ম্যাকফার্লেন তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাবৎ ম্যাকফার্লেন সাহেব আসিয়া না পৌছেন তাবৎ পোষ্টাফিসের ডেঃ ডাইরেক্টর জেনেরেল ই, আর, ডগাশ উক্ত পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন শুনা যাইতেছে।

—গত ১৯এ মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটদিগের একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হইয়াগিয়াছে যে এক্ষণ অবধি স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন। যে দেশে পুরুষের স্বাধীনতা নাই, সে দেশের স্ত্রীদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার চেষ্টা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

—গত ১৬ই মার্চ্চ রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় বালিয়াঘাটায় আগুণ লাগিয়া অনূ্যন ৩০০ ঘর পুড়িয়াগিয়াছে তন্মধ্যে ৯ খানিতে চাউল বোঝাই ছিল, ২।৩ ঘণ্টা আগুণ ছিল। শুনা যাইতেছে প্রায় ২০,০০০ টাকা জিনিষ ভস্মসাৎ হইয়াছে। ওয়ারেশ সরদার নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী রন্ধন করিতেছিল, তথা হইতে অগ্নি উড়িয়া দরমার বেড়ায় পতিত হইয়া ক্রমে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

—ইংলিশম্যান গত ১৯ এ মার্চ্চ তারিখে মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে মহীশূর ও ওয়াইনাদে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া জল কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছে।

—আমরা দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম যে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এক্ষণ দুই এক জন কল আবিষ্কার করিতেছেন। বাবু দেবনারায়ণ বসাক, কলিকাতা, তৈলের কল বাষ্প দ্বারা চালাইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া পেটেণ্ট লইয়াছেন। যশোহরের অন্তর্গত রায়গ্রামের বাবু সীতানাথ ঘোষ বস্ত্র বয়নের কলের পেটেণ্ট লইয়াছেন। সীতানাথ বাবু এক জন কৃতবিদ্য দেশ হিতৈষী উদ্যমশীল মনুষ্য; আমরা ভরসা করি ইঁহার শ্রম ব্যর্থ হইবে না...

মহা...

ত্রিহুত...

প্রভুত্ব ...

অত্র ...

করে...

এ...

স্থানী আদালতে নালিশ করেন, এখানে অধিকাংশ মালিকেরা স্বয়ং মারপিট অপমান করতঃ গোরু, বাছুর বিক্রয় করিয়া বাকি খাজানা আদায় করেন। আদালতের এলাকা রাখেন না। দুঃখী প্রজারা জমিদারের নামে এত দূর ভীত হয় যে কখন প্রাণান্তেও মালিকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সম্মত হয় না। আমাদের দেশের লোকে (ইতর ভদ্র) সকলেই জানেন ইংরাজ রাজ্যে কখন জমিদারেরা গ্রাম হইতে উদ্বাস্তু করিতে পারিবেন না, এখানে পাছে মালিক গ্রাম হইতে উঠাইয়া দেয় এজন্য ভয়ে সকলেই থরহরি কাঁপিতে থাকে।

মালিক নানা কৌশলে আসামী লোককে এরূপ স্বীয় প্রভুত্বের অধীনে রাখেন যে প্রজারা একটু টুঁ শব্দ করিতে পারে না। মালিককে সকলে ঠিক যেন সসাগরাধিপতি পৃথিবীশ্বর বলিয়া জানে। তিনিই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। মহাশয় দুঃখের কথা বলিতে কি যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে মালিকের নামে কোন প্রকার সমন বা পরওয়ানা আইসে এবং পরিশেষে যদি কিঞ্চিৎ ব্যয় হয় তাহা হইলে যত খরচ হইবেক তাহার চতুর্গুণ পরিমাণে প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। সংপ্রতি এই প্রদেশে রোডসেস এবং দাখিল খারিজ রেজিষ্ট্রেসন আইন প্রচলিত হওয়াতে প্রত্যেক মৌজের জন্য যাহা খরচ হইয়াছে কোন২ জমিদার তাহার চতুর্গুণ গরিব প্রজাদিগের উপর রাজস্ব বলিয়া স্থাপন করিয়া লাভ করিতেছেন। ভুমির খাজনা কমি বেশী করা জমিদারের স্বেচ্ছাধীন; কখন দুই টাকার স্থানে ২০ টাকা কখন ১০ টাকার স্থানে ৷৷০ আট আনা করিতে দেখা যায়। প্রজারা কখন স্বপ্নেও ভাবে না যে তাহাদের জন্য আদালত আছে। ফলতঃ আজি খায় এমন সঙ্গতি নাই, এ রূপ গরিব দীন দুঃখী প্রজাদের পক্ষে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্ত অসম্ভব।

আমাদের দেশে পল্লিগ্রামস্থ শ্রমোপজীবি কৃষকেরাও জমিদারকে এত দূর ভয় করে না; তাহারাও বলিয়া থাকে জমিদারের খাজানা লইয়া সম্বন্ধ আর কি করিতে পারেন। কড়া কথা বা অপমানসূচক বাক্য ব্যবহার করিলেই বলিয়া বসে যাও বাকি খাজনার নালিশ কর। এখানে সে সব নাই। মালিকের সহিত মবর্দ্দমা চালান সহজ ব্যাপার নহে এটি সকলেই বলে। যাঁহারা কখন ত্রিহুতে আগমন করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা দর্শন করিয়াছেন। অপর ৯৭ নব্বইএর বন্দোবস্ত অনুসারে সকল মালিকদিগকে, তাঁহাদের অধীনে যত ঝিল (অর্থাৎ মোহানা ও নদীতটস্থ নাবাল জমি সকল) আছে, গাঙসিকস্থ বলিয়া ছাড় দেওয়া হইয়াছে। সংপ্রতি কএক বৎসর হইতে অধিকাংশ উক্ত (যাহা ৯৭ই এর বন্দোবস্তে ছাড় আছে) ঝিল সকল আবাদ হইতেছে। জমিদারেরা অন্যান্য ভুমির মালগুজারি যে হারে আদায় ও বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন সেই হিসাবে উক্ত গাঙসিকস্থ ভুমির খাজানা গ্রহণ করিতেছেন। কলেক্টরের রোলে উহা বাদও দেওয়া হইয়াছে, এ জন্য সকলেই নির্ব্বিবাদে উপ- [illegible] গবর্ণমেণ্টকে এক পয়সাও কর [illegible] কটী গ্রামের সাবেক জমা- [illegible] র সেই গ্রামে ঝিল [illegible] ছাড় ৪ টাকা হারে [illegible] ত টাকা মালিক [illegible] করিয়া থাকেন, [illegible] দী অনুযায়ী [illegible] রিতেছেন। [illegible] ৭ই এর [illegible] জনীয় [illegible] যয়

সপ্তসতী।

অধুনাতন নূতন নূতন গ্রন্থকারের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সপ্তসতী সম্বন্ধে যে সকল অযৌক্তিক অপ্রমাণিক কথা লিখিয়াছেন তাহার সমস্ত প্রত্যুত্তর, যুক্তি ও প্রমাণের সহিত সাগর প্রকাশ নামক পুস্তকে বিশেষ রূপ বর্ণিত আছে দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরে প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

সাগর প্রকাশ।

সপ্ত সতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে।
চারি মেলের নিস্তার দেখি কুলজিতে॥

প্রথমে নাধাঁ ধাঁদা রও পিণ্ডাদি দোষে চারি মেল দূষিত ছিল। পরে কি প্রকারে সপ্তসতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে সমস্ত কুল প্রশংশিত হইল তাহার বিবরণ নিম্ন লিখিত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৬। ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন। এজন্য দেবীবর এই দুইয়ে ফুলিয়া মেল বন্ধ করেন। গঙ্গানন্দ ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুক জুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভ্রষ্ট ও সপ্তসতী ভাবাপন্ন হন। এ স্থলে অন্যে বলে কুল যায় যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেবীবর ঘটকের বিচারে কুলরক্ষা হয়। পরে ঐ শিবাচার্য্যকে কন্যাদান করিয়া শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তসতী ভাবাপন্ন হন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম ভগীরথ বাড়ুয্যে; প্রমাণ যথা;

মনোহরো জিতামিত্রো দেবানন্দ সুতঃ পরঃ।
শ্রীমন্ত শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথ সুতাইমে॥

শ্রীপতির পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের চারি পুত্র যথাঃ রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব ও রামকান্ত। ইহারাই চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্যো বংশে সাগর দিয়া নামে বিশেষ খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র করিয়াছেন তাহার নাম চতুঃসাগরী। যথাঃ —

সাগর পূর্ব্বতে ছিল মীনের আলয়।
অদ্ভুত তত্ত্বাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেল বন্ধ কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল তাহার কুলে হইল প্রশংস॥
যে কালে সাগর ছিল গাঙ্গ্য বংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবায়ি ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলী সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥
চট্ট বংশে মিশ্রিত হয় গাঙ্গুলীর কুল।
পরম্পরা সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মুল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ।
চতুঃসাগরী বন্দ্যে যে হইল প্রশংস॥
স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা সিদ্ধতাভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়র ঘরে।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে॥
ইতি কুল চন্দ্রিকা।

এখন দেখ চারি মেল ও শুদ্ধ শ্রোত্রিয় সকলেই যে সমস্ত সাগরের মহিমায় কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহারা সপ্তসতী ভাবাপন্ন ছিলেন সুতরাং সপ্তসতীকে অনাদর করিলে সকল মেলকে ও সকল শ্রোত্রিয়কে অনাদর করা হয়। যাঁহারা ঐ চারি মেলের কিম্বা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সন্তান তাঁহারা কখনই সপ্তসতীর মর্য্যাদার ত্রুটি করেন নাই। স্বীয় পিতৃপুরুষের নিন্দা কে কোথায় করিয়াছে। স্বীয় সমাজের নিন্দা কে কোথায় করিয়াছে। তবে যাহারা নিতান্ত কুলাঙ্গার, কুপুত্র অথবা ঐ সমস্ত মেল কুলের জাত নহে কিম্বা ঘোরতর মুর্খ, অজ্ঞ তাহারা সকলই বলিতে পারে, অকালে কি না খায় মুখে কিনা বলে। তাহাদিগের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

শুদ্ধ হতে শুদ্ধ অতি সপ্তসতী ভাব।
যাহা হ'তে মিলে সব হইল স্বভাব।
সপ্তসতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে।
চারি মেলের নিস্তার শুনি কুলজিতে॥
নিস্তার কর্ত্তাকে যেবা ভক্তি নাহি করে।
কুলাঙ্গার পুত্র সে অবনি ভিতরে॥
শ্রীঃ—

—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

এক জন দেশহিতৈষী, নবাবগঞ্জ—লিখিয়াছেন যে নবাবগঞ্জের মিউনিসিপালিটির রাস্তা গুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার অনুপযুক্ত কার্য্যকারকদিগের দোষে রাস্তাগুলি মেরামত হয় না।

শ্রীকালীকুমার বাড়রি, বরিসাল পবলিক লাইব্রেরী—বাঙ্গলা গ্রন্থকারদিগকে স্ব স্ব রচিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে দান করিয়া দেশের হিতসাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এদেশে অর্থ নাই, সুতরাং সাধারণের উপকারার্থ পুস্তকালয়ের সমস্ত পুস্তক ক্রয় করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। গ্রন্থকারগণ এক এক খণ্ড পুস্তক দান করিলে দেশের হিতসাধন হয় সন্দেহ নাই।

শ্রী, বরিশাল—"বাঙ্গবে বাঙ্গলা কাব্যের আংশিক সমালোচনা দর্শন করিয়া তৎপ্রতিবাদার্থ কতিপয় পংক্তি" লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক কতিপয় পংক্তি লিখিতে গিয়া এক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের স্থানাভাব।

শ্রীমহাদেব চৌধুরী, বরিজহাটী—বরিজহাটীতে "ইয়ংমেন্স এসোসিয়েসন" নামক একটী সভা ইহারা কএক জন একত্রিত হইয়া স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, একতা বর্দ্ধন, দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন ইত্যাদি মহৎ২ কার্য্য। আমরা নিতান্ত ভরসা করি ইহারা উক্ত সভার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেশের মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হউন।

মফঃস্বলের মুল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, কালনা	১০
" " রাধা গোবিন্দ মণ্ডল, বর্দ্ধমান	৭
" " অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বাজিতপুর ত্রিহুত	৫
" " প্রতাপচন্দ্র রায়, বড়বাঙ্কি	১০
" " হরি মোহন দেব, হাজরা	৫৷৷০
" " গোকুল চন্দ্র দত্ত, হাইদ্রাবাদ	১০
" " ঈশান চন্দ্র বখ্সী, ধুবড়ী	৫
" " মহেশ চন্দ্র রায়, মুড়াগ্রাম, পুরুলিয়া	১০
" " গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, পাটনা	৫৷৷০
" " দেবেন্দ্রনাথ সেন, বরিশাল	১০
" " পূর্ণচন্দ্র রায়, সোদপুর, ফরিদপুর	৫
" " বরদাকান্ত মিত্র, সোমড়া দিনাজপুর	১০
" " কালিদাস ঘোষ, এলাহাবাদ	৫৷৷০
" " বিনোদবেহারি পাঠক, বহরমপুর	১০
" " নবীনচন্দ্র সেন, আমিনপুর ঢাকা	৫
" " যোগেন্দ্র মহেন্দ্রলাল সিং রায়, চাপা রহিয়া	[illegible]
" " মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, এলাহাবাদ	১০
" " রামেশ্বর মালিয়া, হাবড়া	১০
" " কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা	৫৷৷০
" " কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী, কারাগোলা	২০
" " নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রাণীগঞ্জ, পুর্ণিয়া	৫৷৷০
মুন্সি আবুল হোসেন, বাগদর, হাজারিবাগ	৫
ইয়াংমেন্স এসোসিয়াসন, শ্রীরামপুর	২
শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রেঙ্গুন	১০
" " অক্ষয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, নওয়াদা	
" [illegible]	

চাটু [illegible]

শ্রীচ [illegible]